ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-148 ■ 6 March, 2025 ■ আগরতলা ৬ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ২১ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

খোয়াইয়ে দিশা বৈঠকে চাঞ্চল্যকর তথ্য

রেগার বকেয়া ৮ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ মার্চ।। ৮ কোটি টাকার রেগা বকেয়া। খোয়াই জেলা শাসকের কার্য্যালয়ে আজ অনুষ্ঠিত দিশা বৈঠকে সামনে এলো এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মা, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, এমডিসি কমল কলই সহ অন্যান্যরা। তবে এই দিশা বৈঠকে কার্য্যত রাগান্বিত দেখালো ২৪-রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের তিপ্রা মথা পার্টির বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মাকে। প্রশ্ন তুললেন রেগার বকেয়া মজুরি নিয়ে।

"রেগার বকেয়া টাকা কবে পাবে শ্রমিকরা? সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়লেন জেলা শাসক ও সাংসদের সামনেই। শুধু তাই নয়, বকেয়া রেগার টাকা না পেলে রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে যেকোনো ধরনের আন্দোলনে নামার কথাও বললেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। যদিও জেলাশাসক রজত পন্ত আশ্বাস দেন যে এই মাসের মধ্যেই বকেয়া রেগার টাকা প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন ২০০৭ সাল থেকে সরকার রেগার পেমেন্ট করে আসছে। কোথাও কোন বকেয়া নেই। তাই এক্ষেত্রেও অন্যথা হবেনা। মার্চ মাসের মধ্যেই বকেয়া রেগার টাকা প্রদান করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বারংবার ভুল করার নামই কমিউনিস্ট

রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। বারংবার ভুল করার নামই কমিউনিস্ট। বিগত দিনে কমিউনিস্টের কর্মীরা আদালতের উপর আক্রমণেও দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির এত বড়ে সাহস হয়নি। তাই তাঁদের নিয়ে কথা না বলায় ভালো। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই সিপিআইএমকে একহাত নিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন শ্রী নাথ বলেন, বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মুষ্টিমেয় জনগণের মধ্যে বিভ্রান্ত তৈরী হচ্ছে। আগামী ৯ মার্চের জনসভায় তাঁদের বিভ্রান্ত শেষ হয়ে যাবে। কারণ, বিজেপি সরকার মানব দরদী সরকার। ভারতীয় জনতা পার্টির নিয়ম হল সবকা সাথ সবকা বিকাশ। এককথায় সবাইকে একত্রে নিয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বিজেপি জনগণের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তে কৃষকরা উপকৃত হয়েছে। তাছাড়া, সবকা সাথ সবকা বিকাশ করার লক্ষ্যে দিন দিন বাজেট বৃদ্ধি করা হচ্ছে।এদিন তিনি সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, বাম আমলে দলের কর্মীরা বনধের সর্মথনে বিলোনিয়া আদালতের উপর আক্রমণ করেও দ্বিধা বোধ করেন নি। আজ পর্যন্ত ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে তাদের আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। আজ সেই সিপিএম রাজ্যর আইনের শাসন নেই বলে অভিযোগ করে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির এখনো পর্যন্ত এত বড়ো সাহস হয় নি। তাই তাঁদের নিয়ে কথা না বলায় ভালো, বলেন তিনি।

'তারুণ্যের জয়যাত্রা শীর্ষক' সভায় বিজেপি সভাপতি

সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে লুঠ করেছে বাম সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ মার্চ।। বিজেপি সরকার মানুষের সাথে প্রতারণা করে না। এই কারণেই রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ সহ কল্যাণপুর বিধানসভার সর্বত্র উন্নয়ন যজ্ঞ চলছে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে লুঠন করেছে বিগত বাম সরকার। এভাবেই কল্যাণপুরে বামেদের আক্রমণ করলেন সাংসদ তথা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। বুধবার বিকেলে কল্যাণপুর বিজেপি মন্ডলের যুবমোর্চার উদ্যোগে কল্যাণপুর বিধানসভার অন্তর্গত চেবরী বাজার স্কুল মাঠে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তারুন্যের জয়যাত্রা শীর্ষক এই সমাবেশে মুখ্য বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং বিধায়ক তথা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। মঞ্চে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ।

উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর মন্ডল সভাপতি নিতাই বল, যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি শুভঙ্কর সেন প্রমুখ। রাজীব ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, এই সরকার মানুষের সাথে প্রতারণা করে না। এই কারণেই রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ সহ কল্যাণপুর বিধানসভার সর্বত্র উন্নয়ন যজ্ঞ চলছে। চেবরীর চেহারা বদলে যাচ্ছে। তাঁর কথায়, সিপিআই(এম) এর আমলে কেও কোন হিসাব দিতো না। ছিল শুধু চাঁদাবাজি আর প্রতিদিন কোন ছুতো খুঁজে একটা করে মিছিল। তিনি বলেন সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে লুন্ঠন করেছে বিগত বাম সরকার। ২০১৮ সালে মানুষের আশীর্বাদে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া বেতনের দাবিতে অফিস ঘেরাও কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। গত পাঁচ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না বেসরকারী সংস্থার অধীনে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী। এমনটাই অভিযোগ তুলে আগরতলা জয়নগরস্থিত ওই সংস্থার বাইরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর বকেয়া বেতন প্রদান করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবে তাঁরা।

ঘটনার বিবরণে এক কর্মী জানিয়েছেন, গত দুই বছর ধরে এডভান্সড রুট একনোলজি ইনফরমেশন প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে বিদ্যুৎ নিগমে ৫০০ শতাধিক কর্মী কাজ করে যাচ্ছেন। অভিযোগ, গত পাঁচ মাস অন্তর অন্তর এক মাসের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসায় সহায়তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৩৮তম পর্বে আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহায্য প্রত্যাশী জনগণ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা"র সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে জনগণ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তাদের অভাব, অভিযোগ ও সমস্যা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করেন। চিকিৎসা, সামাজিক ভাতা, কর্মসংস্থান, জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমস্যা পীড়িতদের তাৎক্ষণিক সহায়তার পাশাপাশি প্রত্যেকের সমস্যা সমাধানের জন্য উপস্থিত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

আগরতলার পূর্ব থানা লেনের ক্যান্সার আক্রান্ত শঙ্কর চক্রবর্তী অসুস্থতার জন্য বর্তমানে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে তিনি হার্নিয়া রোগেও ভুগছেন। চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র কেনা সহ ২ মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার প্রতিপালন কষ্টকর হয়ে পড়েছে বলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে অটল বিহারী বাজপেয়ী আঞ্চলিক ক্যান্সার হাসপাতালের সুপারের সাথে কথা বলে তার চিকিৎসায় বিনামূল্যে ঔষধপত্র সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। জন্মগত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত আগরতলার মাস্টার পাড়ার রূপা সাহা চিকিৎসার জন্য সাহায্যের দাবি জানালে মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারের সাথে কথা বলে বিনামূল্যে তার ঔষধপত্র ও ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করে দেন। মেলারমাঠের শিপ্রা রায় সাহা তার স্বামীর চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চাইলে তিনি চিকিৎসায় সহায়তার আশ্বাস দেন। ধলেশ্বরের মন্তোষ চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে তার সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়েছেন। আগরতলার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৯ বাংলাদেশী সহ ৩ ভারতীয় আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। সীমান্তে কড়া নজরদারি বজায় রেখেছে বিএসএফ। বিভিন্ন অভিযানে গোটা রাজ্যে ১৯ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং ৩ জন ভারতীয়কে আটক করেছে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে। ৪ ও ৫ মার্চ বিএসএফ বাহিনী অনুপ্রবেশ, বহির্বাসন এবং সীমান্ত পাচারের বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টাকে সফলভাবে ব্যর্থ করেছে।

অভিযান চলাকালীন ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৯ জন বাংলাদেশি এবং তিন জন ভারতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইসবপুর পঞ্চায়েতে অনাস্থা পরাজিত সিপিএম প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ মার্চ।। বুধবার সকালে কৈলাসহর গৌরনগর ব্লকের অধীনে ইসবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হয়। ১১ ওয়ার্ড বিশিষ্ট উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫টি ওয়ার্ড দখল করে শাসক দল বিজেপি, ৫টি ওয়ার্ড দখল করে সিপিআইএম এবং একটি ওয়ার্ড কংগ্রেসের ঝুলিতে যায়। কোন দল সেখানে এককভাবে পঞ্চায়েত দখল করতে পারেনি, যার কারণে সিপিআইএম ও কংগ্রেস মিলে উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতটি পরিচালনা করছিল।

বিগত কয়েকমাস পূর্বে বিজেপির পাঁচজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য মিলে ইসবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআইএম দলের পঞ্চায়েত সদস্য তথা পঞ্চায়েতের প্রধান মনুজ পালের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ এনে জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের কাছে লিখিত আকারে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। বুধবার সকালবেলা ইসবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের উপস্থিতিতে অনাস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই ভোটাভুটিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মায়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ছেলের বিষপান ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ মার্চ ।। ফাঁসিতে ঝুলন্ত উপজাতি গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এবং ছেলে অ্যাসিড পানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর পেছনে বড় ধরনের কোন রহস্য রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ফাঁসিতে গৃহবধূর মৃত্যু এবং নাবালক ছেলের অ্যাসিড পানের ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন হলুদিয়া এডিসি ভিলেজের ছনবাড়ি এলাকায় মঙ্গলবার রাতে। মুঙ্গিয়াকামি থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার গৌতম দেববর্মা জানান, নিজ ঘরের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল ছনবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সুরেন্দ্র দেববর্মার সহধর্মিনী ছেরেংতি দেববর্মা। মায়ের সঙ্গে একই ঘরে অ্যাসিড পান করেছিল ১৪ বছরের নাবালক ছেলে। পরে দুজনকেই তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। গুরুতর আহত নাবালক ছেলেটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এদিকে গৃহবধূর মৃত্যু এবং নাবালক ছেলের অ্যাসিড পানের ঘটনার আসল রহস্য উন্মোচনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোটি টাকা আত্মসাৎ, অভিযুক্ত ট্রাফিক ইন্সপেক্টর জেল হাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। আগামী ৮ই মার্চ পর্যন্ত ট্রাফিক ইন্সপেক্টর অমরজিৎ দেববর্মাকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আজ তাকে বিশালগড় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, জরিমানা থেকে আদায়কৃত কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে সরকারি কর্মচারী অমরজিৎ দেববর্মার বিরুদ্ধে। কিছু টাকা দপ্তরে জমা দিলেও আরো লক্ষাধিক টাকার হিসেবে নেই। ট্রাফিক ইন্সপেক্টর অমরজিৎ দেববর্মার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করার অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ মঙ্গলবার গভীররাতে অমরজিৎকে গ্রেপ্তার করেছে। বিশালগড় থানায় এই

মামলার নম্বর ১৭/২০২৫। আজ তাকে বিশালগড় আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে। আদালত তাকে আগামী ৮ মার্চ পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার এডিশনাল এসপি রাজিব সূত্রধর। উল্লেখ্য, সিপাহীজলা পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে একের পর এক আর্থিক দুর্নীতির কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হচ্ছেন একাধিক পুলিশ কর্মী। সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার অফিসে আর্থিক কেলেঙ্কারিতে পাঁচজনের গ্রেফতারের রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার রাতে জরিমানার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে গ্রেফতার ট্রাফিক ইন্সপেক্টর অমরজিৎ দেববর্মা। এ যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাধারণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওবিসি মোর্চার পেঁচারথল মন্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পেঁচারথল, ৫ মার্চ।। ওবিসি মোর্চার পেঁচারথল মন্ডল সভাপতি নারায়ণ নাথের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শাসক দলীয় পেচারথল মন্ডল ওবিসি মোর্চার মন্ডল সভাপতি নারায়ণ নাথ কর্তৃক শ্লীলতাহানির শিকার হন দরিদ্র পরিবারের এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটে উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর থানাধীন শিবনগর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর থানাধীন শিবনগর জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার উত্তর জয়ন্তী পুর তিন নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কাজল নাথ(৪২)। স্বামী যুগল নাথ অভিযোগ করে জানায় একই এলাকার বাসিন্দা তথা পেচারথল মন্ডলের ওবিসি মোর্চার সভাপতি নারায়ণ নাথ, পিতা বারীন্দ্র নাথ বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি আনুমানিক আটটা নাগাদ গরু খোঁজার অছিলায় ওর বাড়িতে এসে কাজলের উপর ঝাপটে পড়ে এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন সহ শ্লীলতাহানি করে। কাজলের শরীরের শাড়ি সহ ব্লাউজ টেনে হিছড়ে ছিড়ে ফেলে প্রায় অর্ধ উলঙ্গ করে ফেলে। তৎক্ষনাৎ কাজল নিজের ইজ্জত বাঁচাতে চিৎকার করলে ছুটে আসে ওর দুই পুত্র যোগেশ নাথ, রিপন নাথ সহ ওদের বয়স্কা দাদু অর্জুন নাথ।

নির্যাতিতা কাজল জানায় তাকে বাচাতে ছুটে আসা দুই পুত্র সহ দাদুকে মারধোর করে অভিযুক্ত ওবিসি মোর্চার মন্ডল সভাপতি। এমতাবস্থায় নিজেকে নির্দোষ প্রমান করতে চিৎকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯ মার্চের জনসভায় থাকবেন জেপি নাড্ডা ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিশাল জনসভায় উপস্থিত থাকবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন। তাঁর কটাক্ষ, ২৫ বছর জনগনের উপর অত্যাচার চালিয়ে রাজ করেছিল সিপিএম। হাস্যকর ব্যাপার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,৬ মার্চ, ২০২৫ ইং
২১ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

শিল্পে নতুন বিনিয়োগ হ্রাস

শিল্পে নতুন বিনিয়োগ কমিয়াছে।একই সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগ বিপুল হারে কমিতেছে। অর্থনীতির বন্ধ্যা অবস্থার মূল কারণ হইলো, মজুরি এবং বেতন বৃদ্ধি না হওয়া। কৃষিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রে মজুরি বাড়েনি। তাহার মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় প্রকৃত মজুরি, বেতন কমিয়া গিয়াছে। এই মজুরি না বাড়িবার কারণে দেশে আজকে অস্বাভাবিক হারে পারিবরিক ঋণ বাড়ি য়া চলিয়াছে। মহামারীর পর অর্থনীতিতে পরিবারের ঋণের বোঝার সঙ্কট এবার সামনে চলিয়া আসিলেও মোদী সরকার এই বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করিতে চাইছে না।মোদীর অর্থনীতিতে দেশে সাধারণ মানুষের পকেট খালি হইতেছে। , অন্যদিকে পাকেট ভারী হইতেছে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের। বিকশিত ভারতে বেশিরভাগ মানুষেরই শখ মিটানোর পয়সা নাই। দেশের ১০০ কোটি মানুষের হাতে শখে খরচ করিবার অতিরিক্ত অর্থ নাই অর্থাৎ সঞ্চয় বলিতে কিছুই নাই। মাত্র ১০ শতাংশ মানুষের হাতে বিলাস ও নানা শখ মিটাইতে রহিয়াছে অতিরিক্ত অর্থ। ফলে ধারে ও ঋণে ডুবিয়া রহিয়াছে দেশের বেশির ভাগ পরিবার। বাণিজ্য সমীক্ষক সংস্থা ব্লুম ভেঞ্চার প্রকাশিত ইন্দাস ভ্যালি অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০২৫-এ ভারতের সাধারণ পরিবারের এই ঋণে জর্জর আর্থিক চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ওই রিপোর্ট , ভারতের অর্থনীতির বাজার সাধারণ মানুষের আয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না। কারণ, তাহাদের বাজারে অতিরিক্ত খরচ করিবার মতো অর্থ হাতে নাই। তাহার বেশিরভাগ আজ ধারে-ঋণে বিপর্যস্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার রিপোর্টে পরিবার পিছু ঋণ বাড়িয়া চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। ভারতের অর্থনীতিতে সাধারণ পরিবারগুলি ধারে-ঋণে জর্জরিত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে দেখা যায় এক সময়ে শিল্পে ঋণের যে হার তাহাকে ছাপাইয়া বাড়িয়া যায় ব্যক্তিগত ঋণের হার। বেসরকারি শিল্পের বিনিয়োগ এই সময়ে কমিয়া যায়। শুধু ব্যাঙ্কে ব্যক্তিগত ঋণ বাড়িয়া চলা নয় এই সময় বাড়িয়াছে স্বল্প মেয়াদী ক্ষুদ্র ঋণ, চিটফান্ড ও মহাজনী সংস্থায় ক্ষুদ্র ঋণ। ২০২৪ সালে এইসব ক্ষুদ্র ঋণ বাড়িয়া হইয়াছে ব্যক্তিগত ঋণের ৮২ শতাংশ। পরিবারের এই ঋণ বাড়িয়া চলায় বাজারে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা যত না বাড়িয়াছে তাহার থেকে বেশি বাড়িয়াছে পরিবারের ঋণের বোঝা। পরিবারের এই ঋণ এই সময়ে সবচেয়ে বেশি বাড়িয়াছে। তাহা আমাদের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (ডিজিপি) ৪৩ শতাংশ হইয়াছে। যাহা পারিবারিক ঋণের সর্বকালীন বৃদ্ধি।

পরিবারের ঋণের বোঝা বাড়িয়া চলায় তাহার সঞ্চয়ের হারও কমিয়া চলিয়াছে। ২০০০ সালে পরিবারের ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের হার ছিল মোট সঞ্চয়ের ৮৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে তা কমিয়া নামিয়া আসিয়াছে ৬১ শতাংশে। সঞ্চয় কমিয়া আসার প্রধান কারণ হইল এই সময়ে কর্পোরেট বিপুল মুনাফা করিলেও তাহারা মজুরি ও বেতন বাড়ায়নি। শিল্পে নতুন বিনিয়োগ করেনি। ফলে কর্পোরেট হাতে মুনাফার অর্থ জমিলেও সাধারণ মানুষের হাতে অর্থ নাই। ফলে সঞ্চয় করিবার মতো অতিরিক্ত অর্থ সাধারণ মানুষের হাতে না থাকায় তাহাদের সঞ্চয় কমিয়াছে, অন্যদিকে পরিবারে ঋণের বোঝা বাড়িয়াছে। ফলে মানুষ সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যা হইতে উত্তোলনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় দেশের গরীব মানুষ ভয়ংকর পরিণতির সম্মুখীন হইবে।

অস্বস্তির মাঝে স্বস্তি ফুটবলে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছে পাকিস্তান। ক্রিকেট মাঠে যখন লজ্জার মুখে পড়তে হচ্ছিল দেশকে, তখন ফুটবলে কিছুটা স্বস্তি পেল তারা। পাকিস্তানের ফুটবলকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করেছিল ফিফা। সেই সিদ্ধান্ত বদল করল তারা। পাকিস্তান ফুটবল সংস্থায় কিছু পরিবর্তন করার পরেই সিদ্ধান্ত বদল ফিফার। ৫ ফেব্রুয়ারি নিলম্বিত করা হয়েছিল পাক ফুটবল সংস্থাকে (পিএফএফ)।

গত আট বছরে তিন বার নিলম্বিত করা হয়েছিল পাকিস্তানকে। গত মাসে কেন শাস্তি পেয়েছিল পাকিস্তান ফুটবল? অভিযোগ, ফিফার নির্দেশ মেনে সংস্থার সংবিধান সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন পিএফএফ কর্তারা। সে জন্যই এ বারের শাস্তি। নির্দেশ না মানায় পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের উপর ক্ষুব্ধ ছিল ফিফা। শাস্তির সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলা হয়েছিল, "পিএফএফ তাদের সংবিধানে বদল আনতে ব্যর্থ হয়েছে। ফিফার নির্দেশ মেনে চললে গণতান্ত্রিক ভাবে সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ নির্বাচন করা যেত। তাই পাকিস্তানকে অবিলম্বে নিলম্বিত করা হচ্ছে। একই সঙ্গে পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের কাজকর্মেও রাশ টানা হবে। 'ফিফা এবং এএফসির সংশোধিত সংবিধানের প্রস্তাব পিএফএফ কংগ্রেস মেনে নিলে শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে।" পিএফএফ কংগ্রেস সংবিধান সংশোধন করতেই ফিফা শাস্তি প্রত্যাহার করল।

শাস্তি উঠে যাওয়ায় এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে পাকিস্তান। ফিফার কাছ থেকে অনুদান এবং সহায়তা পেতেও কোনও বাধা রইল না।

বোর্ডের ফতোয়া ভেঙেছেন অধিনায়ক?

রবিবার ভারত নিউ জিল্যান্ড ম্যাচে গ্যালারিতে দেখা গিয়েছিল অনুষ্কা শর্মাকে। বিরাট কোহলি আউট হওয়ার পর হতবাক দৃষ্টিতে দেখার মুহূর্ত ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। তবে আরও একটি বিষয় নজরে এসেছে। অনুষ্কাকে দেখা গিয়েছে রোহিত শর্মার ছেলে আহানের সঙ্গে খেলা করতে। এতেই অন্য একটি জল্পনা মাথাচাড়া দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, রোহিত কি বোর্ডের নিয়ম ভেঙেছেন?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগে বোর্ড জানিয়েছিল, কেবল একটি ম্যাচেই পরিবারকে নিয়ে যেতে পারবেন ক্রিকেটারেরা। রোহিতের পরিবারকে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে। নিউ জিল্যান্ড ম্যাচেও তাঁর স্ত্রী, সন্তানদের দেখা যাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে, রোহিত কি তা হলে বোর্ডের ফতোয়া মানছেন না? অনুষ্কা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ছিলেন না। তাই নিউ জিল্যান্ড ম্যাচে তাঁর থাকা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি হারার পর কড়া নির্দেশিকা জারি করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিদেশ সফরে ক্রিকেটারদের পরিবারকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা হয়েছিল। যদি ৪৫ দিন বা তার বেশি দিনের বিদেশ সফর হয় তা হলে দু'সপ্তাহের জন্য পরিবারকে নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু তার কম বিদেশ সফর হলে পরিবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পরিবার নিয়ে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। কারণ, এই প্রতিযোগিতা তিন সপ্তাহের। কিন্তু ক্রিকেটারেরা আবেদন করার পরে একটু নরম হয়েছিল বোর্ড। জানানো হয়েছিল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটি ম্যাচের জন্যই পরিবারকে নিয়ে যেতে পারবেন ক্রিকেটারেরা। পরিবারের যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার খরচ ক্রিকেটারদেরই দিতে হবে। সেই নিয়মই রোহিত ভেঙেছেন কি না প্রশ্ন উঠছে।

অন্য একটি পক্ষ বলছে, পরিবারের সদস্যেরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে একটি ম্যাচের বেশি থাকতে পারবেন না, এমনই নিয়ম রয়েছে। তবে তারা যদি স্বাধীন ভাবে নিজেদের খরচে দুবাইয়ে যান, আলাদা হোটেলে থাকেন এবং খেলা দেখতে আসেন তা হলে বোর্ডের আপত্তি থাকতে পারে কি? আসল ঘটনার উত্তর এখনও অজানা। বোর্ড বা রোহিত, কারও তরফেই এখনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

অনন্য পুরস্কারে মনোনীত পন্থ

২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বরের রাতটা ভাবলে আজও কেঁপে ওঠে ঋষভ পন্থের বুক। মৃত্যুর হাত থেকে কোনওক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন হাসপাতালে কাটিয়েছেন। রিহ্যাব করে ধীরে ধীরে ফিরেছেন ছন্দে। তারপর অনুরাগীদের প্রার্থনা আর শুভ কামনায় রাজকীয় ছন্দেই জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন। এহেন কামব্যাক বিশ্ব ক্রিকেটে দৃষ্টান্ত। আগামীর অনুপ্রেরণা। আর সেই সৌজন্যেই এবার বিশেষ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন পন্থ।

ভারতে ছয় বছরের শিশুর মাসিক নানা প্রশ্ন ও কারণ খোঁজার চেষ্টা

দীপালী জাগতাপ, সুশীলা সিং

ছয় বছর বয়সী একটি কন্যা শিশুর মা অর্চনা। তার মেয়ের শরীরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেন যা অস্বাভাবিক মনে হয় তার এবং এতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তিনি। 'আমি এত অল্প বয়সে এটা দেখে ভয় পেয়েছিলাম। সে ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করতে শুরু করে। এই পরিবর্তনগুলো আমাকে উদ্বিগ্ন করছিল,' অর্চনা বলেন।অর্চনা তার আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। পশ্চিম ভারতের সাতারা জেলার একটিগ্রামে পরিবারের সাথে থাকেন তিনি।

স্বামী এবং দুই সন্তান - একটি ছেলে আর একটি বড় মেয়ে নিয়ে স্থানীয় খামারে নির্মিত একটি ছোট বাড়িতে থাকেন অর্চনা। তার ছোট্ট মেয়েটিকে যখন বয়সের চেয়ে বড় দেখাতে শুরু করে, তখন তিনি তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। 'এটা মেনে নেওয়া কঠিন ছিল' এদিকে, দিল্লিতে বসবাসকারী রাশিও তার মেয়ের শরীরে পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিলেন, তবে সেগুলিকে অবশ্য স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল তার। তার ছয় বছর বয়সী মেয়ের ওজন ৪০ কেজি হয়ে যায় এবং তিনি মেয়েকে একটি 'স্বাস্থ্যবান শিশু' বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু একদিন রাশির মেয়ে হঠাৎ রক্তক্ষরণের অভিযোগ করে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে জানা গেল তার মেয়ের মাসিক শুরু হয়েছে। "আমাদের জন্য এটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন ছিল। আমার মেয়ে বুঝতে পারছিল না তার সাথে কী হচ্ছে," রাশি বলেন। সেই একই সময়ে স্থানীয় এক চিকিৎসক অর্চনাকে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে বলেন। 'অর্চনা যখন তার মেয়েকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, পরীক্ষা করে আমরা তার বয়ঃসন্ধির সমস্ত লক্ষণ দেখতে পেয়েছি। তার শরীরের গঠন ছিল ১৪ থেকে ১৫ বছর বয়সী কিশোরীর মত এবং যার পিরিয়ড যে কোনও সময় শুরু হতে পারে," বলেন পুনের মাদারহুড হাসপাতালের চিকিৎসক সুশীল গারুড়। ডা. গারুড় জানান যে মেয়েটির মধ্যে হরমোনের মাত্রা তার বয়সের তুলনায় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, যার অনেক কারণ থাকতে পারে।

"অর্চনা আমাকে বলেছিলেন যে তার বাড়িতে দু'টি ৫ কেজি কীটনাশকের ক্যানিস্টার রাখা আছে এবং তার মেয়ে সেগুলোর চারপাশে খেলতে থাকে। তাই এটি তার হরমোন পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ হতে পারে," বলেন সুশীল গারুড়। শিশুদের মধ্যে এমন অকাল পরিবর্তনকে বলা হয় অকালপক্ক বয়ঃসন্ধি বা প্রারম্ভিক বয়োঃসন্ধি, তিনি যোগ করেন।

বয়ঃসন্ধি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি ছেলে অথবা মেয়ের শরীরে নানা পরিবর্তন ঘটে, তাদের যৌনাঙ্গের বিকাশ ঘটে এবং তারা প্রজননে সক্ষম হয়। এই সময় বেশিরভাগ ছেলেদের দাড়ি ও নিম্নকেশ দেখা দেয় এবং তাদের কণ্ঠস্বর গভীর হতে শুরু করে। অন্যদিকে, মেয়েদের নিম্নকেশ, স্তনের আকার পরিবর্তন এবং তাদের মাসিক শুরু হয়। মেয়েদের ৮ থেকে ১৩ এবং ছেলেদের ৯ ও ১৪ বছর বয়সের মধ্যে যে কোনও সময়ে বয়ঃসন্ধি শুরু হওয়া স্বাভাবিক। ডাঃ বৈশাখী রুস্তেগী একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং হরমোন-সম্পর্কিত অসুস্থতা বিশেষজ্ঞ। গত কয়েক বছরে মেয়েদের মধ্যে এক ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন বলে জানান তিনি। তিনি বিবিসিকে বলেন, "আমরা দেখতাম যে মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ দেখা যাওয়ার ১৮ মাস থেকে তিন বছর পর তাদের পিরিয়ড শুরু হতো। কিন্তু এখন শারীরিক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দেওয়ার তিন থেকে চার মাসের মধ্যেই তাদের পিরিয়ড শুরু হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে ছেলেদের এখন বয়ঃসন্ধি শুরুর এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে দাড়ি ও গোঁফ বাড়তে শুরু করেছে, যেখানে আগে চার বছর সময় লাগত। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আই সি এম আর)-এর চাইল্ড হেল্‌থ রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসক সুচিত্রা সার্ভি তার গবেষণায় দেখেছেন যে প্রাথমিক বয়ঃসন্ধির ঘটনা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ (এনআইআরআরসিএইচ) পরিচালিত দুই হাজার মেয়ের উপর চালানো একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, মায়েরা প্রায়ই মেয়েদের বয়ঃসন্ধির লক্ষণ বুঝতে ব্যর্থ হন।

সংস্থাটি নয় বছরের কম বয়সী মেয়েদের অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির কারণ ও ঝুঁকি নিয়ে গবেষণা করছে। মুম্বাইয়ের বাই জেরবাই ওয়াদিয়া হাসপাতাল ও আইসিএমআর ২০২০ সালে, ছয় থেকে নয় বছর বয়সী মেয়েদের জন্য একটি অকালপক্ক বয়ঃসন্ধি শিবির স্থাপনে সহযোগিতা করেছিল। হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সুধা রাও বলেন, "ছয় থেকে নয় বছরের মধ্যে বয়সী ৬০টি মেয়ে এমন বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যে এদের কারও কারও যে কোনও সময় মাসিক শুরু হয়ে যেতে পারে।" অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির কারণ কী? চিকিৎসকরা বলেছেন যে অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির পেছনে কোনও একক কারণকে দায়ী করা যায় না, বরং এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে, এটি নিয়ে গবেষণা চলছে। তারা বিশ্বাস করেন যে কীটনাশক, খাদ্যে ব্যবহৃত প্রিজারভেটিভ বা খাদ্য সংরক্ষণকারী রাসায়নিক, দূষণ ও স্থূলতা সম্ভাব্য কারণগুলির অন্যতম। চিকিৎসক প্রশান্ত পাতিল, যিনি মুম্বাইতে মেয়েদের মধ্যে এই সমস্যাটির বিষয়ে গবেষণা করছেন, তার মতে, স্থূলতা অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির সবচেয়ে বড় কারণগুলির একটি এবং কোভিড -১৯ মহামারী চলাকালীন শিশুদের মধ্যে স্থূলতা বৃদ্ধির কারণে এই সমস্যাটিও বেড়েছে। বিশ্ব স্বাস্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে ৩৯ কোটিরও বেশি শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের (পাঁচ থেকে ১৯ বছর বয়সী) ওজন বেশি ছিল, যাদের মধ্যে ১৬ কোটিরই অতিরিক্ত স্থূলতার সমস্যা ছিল। স্থূলতা একটি দীর্ঘস্থায়ী জটিল রোগ যা অত্যধিক চর্বি জমা হওয়াকে বোঝায়, এটি স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। এটি বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) দেখে পরিমাপ করা হয়, যাতে শিশু বা কিশোরের জন্মের সময় লিঙ্গ, বয়স, ওজন ও উচ্চতা অন্তর্ভুক্ত থাকে। মোবাইল ফোন, টিভি বা অন্যান্য স্ক্রিনের অত্যধিক ব্যবহার এবং ব্যায়ামের অভাবকেও অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণ মনে করা হয়। ডা. বৈশাখী বলেন যে গত দুই বা তিন বছর ধরে, তার বহির্বিভাগে প্রতিদিন মেয়েদের পাঁচ থেকে ছয়টি মাসিকের ঘটনা ঘটেছে। "আমি এমন ঘটনাও পেয়েছি যেখানে মায়েরা বলেছেন যে তারা এপ্রিলে মেয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন এবং এরপর জুন-জুলাই মাসে মাসিক শুরু হয়ে গেছে। এখন ছেলেদের ক্ষেত্রেও অকালপক্ক বয়ঃসন্ধি দেখা যাচ্ছে," যোগ করেন তিনি। ডা. বৈশাখীর মতে, স্ক্রিন টাইম পরোক্ষভাবে অকালপক্ক বয়ঃসন্ধিকে প্রভাবিত করে। অর্চনা ও রাশি, উভয়ের কন্যা শিশুই পিরিয়ড অন্তত ১০ বা ১১ বছর বয়স পর্যন্ত বিলম্বিত করার জন্য চিকিৎসাধীন রয়েছে।

চিকিৎসকরা বলছেন, তাদের যে বর্তমান বয়স, সেটা পিরিয়ডের সময় নিজেদের যত্ন নেওয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট পরিপক্ক নয়। উভয়ের চিকিৎসকই বলেছেন, যে সমস্ত মেয়েরা এমন অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যায়, তাদের মানসিক সমস্যা থাকে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এই মেয়েদের আজীবনই শারীরিক বৈশিষ্ট্যজনিত সমস্যা থাকতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমবয়সীদের মাধ্যমে বুলিং-এর শিকার হয় তারা, অর্থাৎ অস্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তনের জন্য সমবয়সীরা নানাভাবে উত্যক্ত করে থাকে এই মেয়েদেরকে।

পদার্থবিজ্ঞানের জনক ও বিজ্ঞানের সূচনা

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

পদার্থবিজ্ঞানকে বলা হয় প্রকৃতিকে বোঝার বিজ্ঞান। অতিক্ষুদ্র পরমাণু বা আরও ছোট উপপারমাণবিক কণা থেকে বিশাল মহাবিশ্বসবই পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এখানেই শেষ নয়। আমরা খালি চোখে যেসব তরঙ্গ (পড়ুন, আলো) দেখতে পাই না, সেসবও বিজ্ঞানের এই শাখাটির আলোচনার বিষয়। মানব সভ্যতার বেশির ভাগ উন্নতির পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান নামে বিজ্ঞানের এই শাখাটি কীভাবে গড়ে উঠল? কার হাত ধরে সূচনা হলো এই বিজ্ঞানের? এর জনক কে?

এসব প্রশ্ন লিখে গুগলে সার্চ করলে কমপক্ষে তিনটি নাম পাবেন। ইতালির পদার্থবিদ গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২), ব্রিটিশ পদার্থবিদ আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) ও জার্মান পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৮৯-১৯৫৫)। যদিও তাঁরা এক সময়ের মানুষ নন, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের জনকের স্বীকৃতিটি তাঁদেরই দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান বা সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের সূচনার কথা বলতে গেলে আমাদের আরও অনেকটা পেছনে ফিরে যেতে হবে। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে প্রশ্ন করতে শুরু করে। মাথা তুলে তাকায় আকাশে, খুঁজে চলে মহাবিশ্বে নিজেদের অবস্থান। জানতে চায়, এই মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতি কেমন। এরকম প্রশ্নগুলোর মাধ্যমেই, বলা চলে, ধীরে ধীরে গঠে ওঠে সে কালের বিজ্ঞান। যদিও একে ঠিক বিজ্ঞান বলা চলে না। সে কালে বলা হতো ন্যাচারাল ফিলোসফি বা প্রাকৃতিক দর্শন। একই সঙ্গে উন্নত হতে থাকে প্রযুক্তিও গুহাচিত্রে আমরা যার প্রমাণ পাই। দেখি মানুষ বর্শা বা শিকারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে, আবিষ্কার করেছে আগুন বা চাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতার উপকরণ। ফলে এককথায় গ্যালিলিও, নিউটন বা আইনস্টাইনকে সরাসরি পদার্থবিজ্ঞানের জনক বলার উপায় নেই। বরং প্রাকৃতিক দর্শনের হিসেবে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে, পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানী বলা চলে অ্যারিস্টটলকে। যিনি একাধারে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের নানা শাখায় অবদান রেখেছেন। যদিও তখনও প্রাকৃতিক দর্শন থেকে বিজ্ঞানে উত্তরণের সময় আসেনি। এই সময়টা কখন এল? সেটা বুঝতে আমরা একটু এগিয়ে যাই।

ইতিহাসে দেখা যায়, ইউরোপে অন্ধকার যুগের পর নতুন যে জাগরণ শুরু হয়, সেখানে গ্যালিলিও গ্যালিলি প্রথম কাঠামোবদ্ধ বা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর আগে অ্যারিস্টটটলের মতো অনেকে বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেছেন। এই পর্যায়ে একটু থেমে এও বলা উচিৎ যে ইউরোপে যখন বিজ্ঞানের অন্ধকার যুগ চলছে, তখন আরবে উন্মেষ ঘটছে বিজ্ঞান চর্চার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলহাজেন (তাঁর পুরো নাম আবু আল হাসান ইবনে আল হাইথাম। তবে ইউরোপে তিনি আলহাজেন নামে পরিচিত। তাঁর কথায় আমরা একটু পরে আসছি)। বস্তুর গতি নিয়ে গ্যালিলিও বিস্তর গবেষণা করেছেন। একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু যে নির্দিষ্ট সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে, তা তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন। প্রকৃতির নানা ঘটনা এই বিজ্ঞানসাধক বা ন্যাচারাল ফিলোসফিস্টরা দেখতেন, পর্যবেক্ষণ করতেন। চিন্তার সাহায্যে তা বিশ্লেষণ করে ঘটনার ছন্দ মেলানোর চেষ্টা করতেন, এর মানে খুঁজতেন। তারপর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন। কিন্তু গ্যালিলিও এই চক্র থেকে বেরিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা শুরু করেন। নিজ হাতে পরীক্ষা করে তবেই সিদ্ধান্ত নিতেন তিনি। পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণের সঙ্গে না মিললে আবার পর্যবেক্ষণ ও নিজের অনুমানগুলো পরীক্ষা করে যাচাই করতেন। তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল কথা এটিইপরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যা মিলতে হবে। না মিললে তা বাতিল করে আবার যাচাই- বাছাই করে নির্ধারণ করতে হবে ব্যাখ্যাটা আসলে কী। এই হিসেবে গ্যালিলিওকে বলা উচিৎ পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের জনক। বস্তুর গতি নিয়ে গ্যালিলিও বিস্তর গবেষণা করেছেন। একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু যে নির্দিষ্ট সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে, তা তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন। কথিত আছে, ইতালির পিসা শহরের হেলানো দালানে উঠে হাতে-কলমে পরীক্ষাটি করার জন্য একটা পালক ও কয়েন নিচে ফেলেছিলেন। যদিও বাতাসের বাধায় পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। আবার অনেকে বলেন, এই পরীক্ষাটি গ্যালিলিও সত্যি সত্যি করেননি। এটি একটি কিংবদন্তী। তবে প্রায় একই ধরনের একটি পরীক্ষা তিনি করেছেন বলে জানা যায়। গতিবিদ্যার বাইরেও পর্যবেক্ষণনির্ভর জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। নিজের বানানো টেলিস্কোপ দিয়ে পৃথিবী থেকে আবিষ্কার করেন বৃহস্পতি ও এর চারটি উপগ্রহ। এগুলো এখন গ্যালিলিয়ান বা গ্যালিলিওর চাঁদ নামে পরিচিত।

এরপরে স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় আইজ্যাক নিউটনের কথা। পদার্থবিজ্ঞানের বরপুত্র তিনি। চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের, বলা চলে, গোটা ভিত্তিটুকু গড়ে দিয়েছেন নিউটন একা হাতে। পৃথিবীতে বসে মহাকর্ষ নিয়ে তিনি যে ব্যাখা দিয়েছিলেন, তা কাজে লাগিয়ে চাঁদে পাড়ি দিয়েছে মানুষ। এ ছাড়া আলোকবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর কাজগুলো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁর রচিত ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। (এখানে লক্ষ করুন, নিউটনও কিন্তু বইয়ের নামে বলছেন ন্যাচারাল ফিলোসফির কথা, অর্থাৎ প্রাকৃতিক দর্শন।) এ ছাড়া গটফ্রিড উইলিয়াম লিবনিজ ও তিনি একই সময়ে আলাদাভাবে আবিষ্কার করেন ক্যালকুলাস। এই ক্যালকুলাস ব্যবহৃত হয় পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে, বা বলা যায়, ভাষাগত ভিত্তি হিসেবে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান অনেক। তাই নিউটনকে পদার্থবিজ্ঞানের জনক বলতে দ্বিধা করেননি ইতিহাসবিদরা। পদার্থবিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক দর্শনের সত্যিকার কোনো জনক নেই। কারণ, মানুষ দীর্ঘকাল ধরেই বিজ্ঞান চর্চা করছে। আলবার্ট আইনস্টাইনকে ঠিক পদার্থবিদ্যার জনক না বলে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক বলা যুক্তিযুক্ত। কয়েক শ বছরের প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের ধারাকে প্রশ্ন করেন বিশ শতকের এই বিজ্ঞানী। মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে। সহজ করে বললে, পুরো মহাবিশ্বকে স্থান- কালের চাদর হিসেবে কল্পনা করে তিনি দেখান, মহাকর্ষ মূলত এই চাদরের বক্রতা ছাড়া আর কিছু নয়। পাশাপাশি অঙ্ক কষে দেখান, মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই আলোর চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে না। মহাবিশ্বের ভর ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে খুলে দেন পদার্থবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত। এখানেই শেষ নয়, তাঁর আবিষ্কৃত আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া বদলে দিয়েছে প্রযুক্তির জগৎ। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান এত বেশি যে একবাক্যে সবাই তাঁকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক বলে মেনে নেন। আজকের দিনের প্রায় সব প্রযুক্তিআধুনিক টেলিস্কোপ, মহাকাশযান কিংবা জিপিএস বা আপনার হাতের মুঠোফোনসবকিছুতেই রয়েছে তাঁর আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান। পরমাণু বিদ্যুৎ বা পারমাণবিক বোমাঅর্থাৎ পারমাণবিক শক্তির দ্বারও খুলে গেছে তাঁর হাত ধরেই।

এ থেকে পদার্থবিজ্ঞানের বিবর্তনের একটা রূপরেখা আমরা পাই। কিন্তু আসল প্রশ্নটাই এখনো করা হয়নি। কোনো শাখার জনক বলতে আসলে কী বোঝায়? পদার্থবিজ্ঞানের জনক কি প্রথম পদার্থবিজ্ঞান তৈরি করেছিলেন? তার আগে কি কেউ পদার্থবিজ্ঞান চর্চা করত না? আমরা আগেই বলেছি, পদার্থবিজ্ঞান বা প্রাকৃতিকদর্শনের সত্যিকার কোনো জনক নেই। কারণ, মানুষ দীর্ঘকাল ধরেই বিজ্ঞান চর্চা করছে। যেমনটা বলেছি, ইউরোপীয় অন্ধকার যুগে বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন আরব বিজ্ঞানীরা। বলা চল

বুধবার আগরতলা পূর্ব থানা অভিযান চালিয়ে ৮ জন নেশা বিক্রেতাকে আটক করে।

প্রাণীসম্পদ স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এলএইচডিসিপি) সংশোধনীতে অনুমোদন মন্ত্রিসভায়

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ প্রাণীসম্পদ স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এলএইচডিসিপি) সংশোধনীতে অনুমোদন দেওয়া হল।

এই প্রকল্পটির তিনটি উপাদান রয়েছে। সেগুলি হল- জাতীয় পশু রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনএডিসিপি) এবং এলএইচ অ্যান্ড ডিসি এবং পশু ঔষধী। এলএইচ অ্যান্ড ডিসি এইচ-এর ৩টি উপাদান। সেগুলি হল, জটিল পশু রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, বর্তমান পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিগুলির মানোন্নয়ন ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা ইউনিট ও পশু রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্যগুলিকে সহায়তা করা। পশু ঔষধী হল একটি নতুন উপাদান। এই প্রকল্পের জন্য দু বছরে ৩,৮৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এলএইচডিসিপি বাস্তবায়নে টিকাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা হয়। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং পিএম কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও সমবায় সমিতি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জেনেরিক ভেটেরিনারি ওষুধ পাওয়ার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে।

প্রকল্পটি টিকাদান, নজরদারি এবং স্বাস্থ্য সেবা সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সাহায্য করবে। এছাড়া এই প্রকল্পটি উৎপাদনশীলতা বাড়াবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবে ও রোগের কারণে কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রতিরোধ করবে।

অসম বিধানসভায় বিজেপি ও বিরোধীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাকযুদ্ধ, কিছুক্ষণের জন্য মুলতবি অধিবেশন

গুয়াহাটি, ৫ মার্চ (হি.স.) : আজ বুধবার অসম বিধানসভায় দুটি বিতর্কিত শব্দের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং বিরোধীদের মধ্যে প্রচণ্ড বাকযুদ্ধ শুরু হয়। যার ফলে কিছুক্ষণের জন্য অধিবেশন মুলতবি করতে হয়েছে অধ্যক্ষকে।

প্রশ্নোত্তর পর্বে কংগ্রেস কর্তৃক বরখাস্ত বাঘবরের বিধায়ক শেরমান আলি আহমেদ বরপেটা জেলার আলোপতির মহকুমা কৃষি দফতর সম্পর্কিত একটি বিষয় উত্থাপন করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে, তিনি কর্মকর্তাদের দেওয়া 'বিভ্রান্তিকর উত্তর'কে একটি নির্দিষ্ট আপত্তিকর শব্দের সাথে তুলনা করেন।

বিজেপি বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মি তাঁর নির্দিষ্ট শব্দ সম্পর্কে আপত্তি করেন। এ নিয়ে কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডা হয়। ফলে স্পিকার বিশ্বজিৎ দৈমারি শব্দটি বাতিল করে দেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মি আবারও বিষয়টি উত্থাপন করে জিজ্ঞাসা করেন, আহমেদ কি কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সদস্য বলেই এটা বলেছেন? কোনও এক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বিজেপি বিধায়ক রাজ্যের বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য ব্যবহৃত একটি আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ করেন। এতে সমস্ত বিরোধী দল কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, সিপিআই(এম) এবং রাইজর দলের বিধায়করা রূজ্যোতি কুর্মির ব্যবহৃত শব্দের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। স্পিকার তৎক্ষণাৎ শব্দটি বাতিল করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাতে বিরোধী বিধায়কদের শান্ত করা যায়নি।

ফলে অধ্যক্ষ দৈমারি ১৫ মিনিটের জন্য অধিবেশেন মুলতবি করতে বাধ্য হন।

১৫ মিনিটে পর অধিবেশন শুরু হওয়ার সাথে সাথে শেরমান আলি আহমেদ আবার রূজ্যোতি কুর্মির উচ্চারিত বিষয়টি উত্থাপন করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেন।

বিরোধী কংগ্রেসের দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া বলেন, 'এটি একটি বর্ণবাদী শব্দ। একজন বিধায়ক কীভাবে একটি সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে এমন শব্দ ব্যবহার করতে পারেন? এর তীব্র নিন্দা করা উচিত।'

বিষয়টি নিয়ে বিরোধী দলগুলি যখন বিক্ষোভের নামে হই-হট্টগোল বিশৃঙ্খলা অব্যাহত চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উপাধ্যক্ষ ডা. নোমাল মোমিন শব্দ দুটি সহ সমস্ত বক্তব্য কার্যক্রমণিকা থেকে বাদ দেন। এর পর অবশ্য সদদনের কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়।

২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের সার্কুলার অর্থনীতি ২ লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের বাজার তৈরী করবে এবং প্রায় ১ কোটি কর্মসংস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেছেন যে ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের সার্কুলার অর্থনীতি দুই লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের বাজার তৈরী করবে এবং প্রায় ১ কোটি কর্মসংস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। উৎপাদন ও ভোগ্য আর্থিক মডেল - "গ্রহণ করো, তৈরি করো, ও সাথে বর্জ্য" এই পুরোনো নীতি থেকে বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে, সার্কুলার অর্থনীতি এখন এগুচ্ছে, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক উৎপাদনে সম্ভাব্য ৪.৫ লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের বাজার তৈরী করার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাদব জয়পুরে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বাদশ আঞ্চলিক থ্রি-আর ও সার্কুলার ইকোনমি ফোরামের উদ্বোধনী পর্বে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

অর্থশাস্ত্রে, অপচয় মুক্ত এবং বর্জ্য ও অপচয়ের সম্ভাবনাকেও উৎপাদক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার আর্থিক মডেল সার্কুলার অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত। সার্কুলার অর্থনীতি নিয়ে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এক অত্যুন্নত ভবিষ্যত তৈরির জন্য ইংরেজি বর্ণমালার আর (ট্র)এর ত্রি -মাত্রিক সংজ্ঞা রিডিউস, রি-ইউজ ও রি-সাইকেল অর্থাৎ হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং চক্রায়িত ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে অবশ্যই সার্কুলার অর্থনীতির মূল নীতিগুলোর সাথে তাল- মিলিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে, সহায়-সম্পদের উপর নির্ভরতা যেমন কমবে তেমনি, প্রতিযোগিতামূলক শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। থ্রি আর এবং সার্কুলার ইকোনমি ফোরাম বিভিন্ন অধিবেশনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক সার্বিক বিকাশের ভবিষ্যত নিয়ে কাজ করছে।

মঙ্গলবার উদ্বোধনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, অপচয় ও বর্জ্য মুক্ত নীতি ভারতের জন্য কেবল একটি ব্যবসায়িক মডেল নয়, এটি একটি জীবনধারা। তিনি উল্লেখ করেন যে, মিশন সার্কুলার অর্থনীতির তিনটি দৃঢ় নীতি হল- বর্জ্য ও দূষণ দূর করা, পণ্য ও উপকরণের সঞ্চালন এবং প্রকৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ২০২৬ সালে ওয়ার্ল সার্কুলার ইকোনমি ফোরাম এদেশে আয়োজনের জন্য ভারতের আগ্রহের কথা ফোরামের সামনে তুলে ধরেন। প্রতি বছর, ওয়ার্ল সার্কুলার ইকোনমি ফোরামের আয়োজন করা হয় এবং এই বছর, ২০২৫ সালের বিশ্ব সম্মেলন আয়োজিত হবে ব্রাজিলের সাও পাওলোতে। সার্কুলার অর্থনীতি নিয়ে গৃহীত পদক্ষেপের ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী শ্রী যাদব বলেন, প্লাস্টিক বর্জ্যের সমস্যা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবেশগত প্রভাব মোকাবিলায় ভারত দায়বদ্ধ। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬) পৌর, শিল্প, আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রগুলির দিকে নজর রেখে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়া, ভারত ২০২২ সালে এক প্রজ্ঞাপন জারি করে একবারের জন্য ব্যবহার উপযুক্ত প্লাস্টিক দ্রব্যের কিছু শ্রেণীর পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মিশন "লাইফ 'উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক শক্তি দক্ষতা এবং বৃত্তাকার অর্থনীতির নীতিসমূহের প্রসারে উৎসাহিত করার পাশাপাশি পরিবেশ-বান্ধব পণ্যসমূহের চাহিদাকে উৎসাহিত করতে ইকো-মার্ক বিধান জারি করেছে।

তিনি আরও বলেন, ভারত ১০টি বর্জ্য বিভাগের জন্য সার্কুলার ইকোনমি অ্যাকশন প্ল্যান চূড়ান্ত করেছে, যার জন্য নিয়ন্ত্রকমূলক ও বাস্তবায়নমুখী কর্মকাঠামো রচনার কাজ চলছে। ভারত ইতিমধ্যেই প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলী, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলী, নির্মাণ ও বি-নির্মাণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলী এবং ধাতু পুনর্ব্যবহারের নীতির মতো কিছু ক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন নিয়মাবলী জারি করেছে করেছে।

আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শ্রী শ্রীনিবাস কাথিকালা এবং রাজস্থান সরকারের মুখ্য সচিব সুধাংশ পন্থ এদিন যৌথভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সার্কুলার অর্থনীতির উদ্যোগের উপর আলোকপাত করে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে বেশ কয়েকটি মূল প্রতিবেদন, সর্বোত্তম অনুশীলন এবং ভারতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই ফোরামে, বিভিন্ন পৌর সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং আবর্জনা নিষ্পত্তি সম্পর্কে তাদের এলাকায় বাস্তবায়িত উদ্যোগ এবং সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি তুলে ধরেন। এই সম্মেলন আগামীকাল বুধবার "জয়পুর ঘোষণা" দিয়ে শেষ হবে।

মিজোরাম বিধানসভায় পাস পেনশন সংশোধনী বিল, স্থগিত মদ বিলের বিতর্ক

আইজল, ৫ মার্চ (হি.স.) : মিজোরাম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ পেনশন সংশোধনী বিল পাস হয়েছে। অন্যদিকে স্থগিত করা হয়েছে বিতর্কিত মদ নিষিদ্ধকরণ বিলের ওপর চর্চা।

আজ বুধবার নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শুরু হয় বাজেট অধিবেশন। এর পর সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী পি ভ্যানলালহানা মিজোরাম (বিলুপ্ত মিজো জেলা পরিষদের সদস্যদের জন্য পেনশন এবং বিলুপ্ত পাউই-লাখের আঞ্চলিক পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ২০২৫ পেশ করেন। কিছুক্ষণ চর্চার পর বিলটি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়।

সংশোধনী বিলে বিলুপ্ত পাউই-লাখের আঞ্চলিক পরিষদের প্রাক্তন সদস্যদের পেনশন সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষ করে এটি মাসিক পেনশন ২০ হাজার থেকে দ্বিগুণ করে ৪০ হজার টাকায় বাড়ানোর পাশাপাশি চিকিৎসা সহায়তার জন্য ২,০০০ টাকার বিধান চালু করা হয়েছে।

এদিকে মিজোরাম মদ (নিষেধাজ্ঞা) সংশোধনী বিল, ২০২৫-এর ওপর নির্ধারিত বিতর্ক, যা প্রাথমিকভাবে পূর্ববর্তী অধিবেশনে উত্থাপিত হয়েছিল, তা স্থগিত করা হয়েছে। আরও আলোচনার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ তুলে বিরোধী বিধায়কদের অনুরোধ করেন। তাঁদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে।

দিনের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর আজকের অধিবেশন মুলতবি করেন স্পিকার। আগামীকাল ৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার সকাল ১০:৩০টায় বিধানসভায় পুনরায় শুরু হবে বাজেট অধিবেশন।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জনগণ, অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনকেও অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার: নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বাজেট-পরবর্তী ওয়েবিনারে বুধবার যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, সরকার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো ও শিল্পের পাশাপাশি জনগণ, অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনকেও অগ্রাধিকার দিয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এদিন কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে নরেন্দ্র মোদী বলেন, জনগণের জন্য বিনিয়োগ, শিক্ষা, দক্ষতা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা — এই তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক দশক পর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে এক বিরাট রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছে মানুষ আজ তা দেখতে পাচ্ছেন। সব প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টেলিমেডিসিন পরিষেবা পৌঁছে যাচ্ছে। ডে-কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মাধ্যমে সরকার উন্নতমানের পরিষেবা সমাজের প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আগ্রহী বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটনকে উৎসাহিত করতে এবারের বাজেটে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে ভারত, বৃহত্তর জাতীয় ভাষা মডেল তৈরি করবে।

৫.৭ তীব্রতার ভূমিকম্প বাংলাদেশে, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৫ মার্চ (হি.স.) : রাজধানী ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। বুধবার সকালে ৫.৭ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় বাংলাদেশে। আবহাওয়া দফতরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রুবাইয়াত কবির বলেন, ভূমিকম্পে কোনও প্রাণহানি অথবা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। গত ১০ দিনে বাংলাদেশে ৪ বার ভূমিকম্প হয়েছে, ২০২৪ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩-তে।

মেঘালয়ে ৩.৫ শতাংশ সীমার নীচে রেখে ১,৯৭০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ মুখ্যমন্ত্রী কনরাডের

শিলং, ৫ মার্চ (হি.স.) : আজ বুধবার মেঘালয় বিধানসভায় চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা ১,৯৭০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন, যা গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রাডাক্ট (জিএসডিপি)-এর প্রায় ২.৯৬ শতাংশ। ঋণ বাদ দিলে মোট প্রাপ্তি ২৫,৬২৭ কোটি টাকা এবং ঋণ পরিশোধ ছেড়ে আনুমানিক মোট ব্যয় ২৭,৫৯৭ কোটি টাকা। যার ফলে রাজস্ব ঘাটতি দেখিয়েছেন ১,৯৭০ কোটি টাকা।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করে অর্থ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বলেন, 'আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করছি, রাজস্ব ঘাটতি ৩.৫ শতাংশের অনুমোদিত সীমার নীচে বজায় রাখা হয়েছে।' বাজেটের এস্টিমেটকে (প্রাককলন) জলবায়ু খাতে ৫,৪২১ কোটি টাকা, যুবাদের খাতে ৩,৩২৯ কোটি টাকা এবং জেন্ডার খাতে ৬, ২১৯ কোটি টাকা, এই দুই বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'এই বিভাগগুলিতে পূর্ববর্তী বাজেট অ্যালক্যাশনের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।'

সদনে সাংমা জানান, 'চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্র থেকে মেঘালয়ে মোট আনুমানিক স্থানান্তর ২০,৫৬৮ কোটি টাকায় উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা চলতি বছরের সংশোধিত অনুমান ১৯,২৪২ কোটি টাকা থেকে বেশি।' তিনি বলেন, 'এই প্রবৃদ্ধি মূলত ভারতের মজবুত অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত। উল্লেখযোগ্যভাবে, কেন্দ্রীয় করের অংশ ২০২৫-২৬ সালে ১০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০, ৯১০ কোটি টাকা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা চলতি বছরের ৯,৮৭০ কোটি টাকা থেকে বেশি।'

অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তাছাড়া, রাজ্য সরকার কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব উন্নত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা চলতি বছরে ৪,০৪১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।'

সাংমা বলেন, 'আমি ২০২৫-২৬ সালে রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব ৪,২২৬ কোটি টাকায় পৌঁছানোর পূর্বাভাস দিচ্ছি। এর মধ্যে রয়েছে ২,০৯৪ কোটি টাকা জিএসটি, ১, ১৮০ কোটি টাকা বিক্রয় ও বাণিজ্যের উপর কর এবং ৬৮২ কোটি টাকা আবগারি।'

তিনি বলেন, '২০২৮ সালের মধ্যে মেঘালয়ের ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার রাজ্যের অর্থনীতি তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে।' ২০২৩ থেকে ২০২৬ সময়কালের জন্য বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১২.৭ শতাংশ এবং রাজ্য ২০২৮ সালের মধ্যে তার লক্ষ্য অর্জনে নিশ্চিত, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। কনরাড সাংমা বলেন, 'ইতিমধ্যে রাজ্য বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে ২,১৭৬ কোটি টাকা, কৃষি খাতে ৪৫০ কোটি টাকা, শিক্ষা খাতে ৩,৬৫৪ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ খাতে ১, ০৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।'

অধিকন্তু মুখ্যমন্ত্রী সাংমা ঘোষণা করেছেন, এবারের বাজেটে ক্রমবর্ধমান পর্যটন খাতকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ২০২৫-২৬ সাল থেকে ২,০০০ নতুন হোম-স্টে উদ্যোক্তাদের উপকৃত করার জন্য রাজ্য সরকারের ভরতুকি ৩৫ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

এছাড়া ২০২৫ অর্থবর্ষের বাজেটে একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থা ঘোষণা করেছেন, যাতে রাজ্য জুড়ে মাধ্যমিক-পরবর্তী শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সিএম স্কলারশিপ স্কিম নামে নতুন ঘোষিত বৃত্তি প্রকল্পটি শিক্ষার্থীদের বার্ষিক অতিরিক্ত ৬, ০০০ টাকা প্রদান করবে, যা বিদ্যমান কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তির পরিপূরক। এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো, উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে আর্থিক বোঝা কমানো এবং শিক্ষাগত ক্ষমতায়নের প্রতি রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করা। এই সম্পূরক আর্থিক সহায়তা প্রবর্তনের মাধ্যমে মেঘালয় আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ম্যাট্রিকুলেশন স্তরের বাইরে তাঁদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করবে, যার ফলে রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি পাবে, বলেন করে অর্থ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

দাবীহীন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref:- GB TOP G.D Entry No. 18 dated :-04.03.2025

পাশের ছবিটি অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির বয়স- আনুমানিক ৪৫ বছর, উচ্চতা- আনুমানিক ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, মুখমন্ডল- গোলাকার, চুল- কালো। গত ০৪/০৩/২০২৫ ইং তারিখ দুপুর ১২ টা ৫৩ মিনিটে কুঞ্জবন অগ্নিদপ্তরের কর্মীরা জি.বি বাজার ফার্মাসিস্ট কলেজের নিকট থেকে লোকটিকে উদ্ধার করে জি.বি.পি হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং কর্মরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জি.বি.পি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল:

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) জি.বি.টি.ও.পি ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA/D-1964/25

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO. 32 /EE(AGRI)/S/2024-25.

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY (BOTH ONLINE TRANSACTION & E-BG IS ALLOWED)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	Development of Infrastructure facilities of Primary Rural Market at Garjee Under Matabari Agri. Sub-Division, Gomati District S3E-Construction of RCC Retaining wall, Two Nos. Open Shade with GCI sheet roofing over tubular truss and yard development by Paver Block. 112/SE/EE/AGRI(SOUTH)/2024-25	Rs. 42,82,504.00	Rs. 85,650.00	60 days	Up to 03.00. P.M. on 10/03/2025	At 4.00 PM on 10/03/2025

ICA/C-4189/25

(Er. D. Jamatia)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare South, Udaipur.

NOTICE INVITING TENDER (NIT) PNIT No.: 13/THCB/PD-II/2024-25

The Deputy Executive Officer, PD-II on behalf of the 'Tripura Housing & Construction Board", invites online percentage rate for the following works:

SL. NO.	Name of the Work	Estimated Cost	EMD	Bid Fee	Last date & time for online Bidding
1.	Proposed upgradation of Kadamtala CHC at Kadamtala, North Tripura. DNIeT No.: 10/THCB/PD-II/2024-2025	₹ 6,69,58,935.17	₹ 13,39,179.00	₹ 10,000.00	Up to 3:00 P.M. on 01/04/2025
2.	Construction of SP Office at East Bank of Jagannath Dighi at Udaipur, Gomati Tripura (Balance Part) DNIeT No: 11 /THCB/PD-II/ 2024-2025	₹ 10,15,98,851.01	₹ 20,31,977.00	₹ 10,000.00	

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-4197/25

Deputy Executive Officer (PD-II)
Tripura Housing And Constn Board
Agartala, West Tripura.

PNIT NO: e-PT-XLVII/EE/RD/ABS/2024-25 DATED-25/02/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 17/03/2022 for 02 (two) nos. construction work at R.D Durgachowmuhani Sub-Division under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-4195/25

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer R.D. Ambassa Division

GOVERNMENT OF TRIPURA OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER RD DHARMANAGAR DIVISION DHARMANAGAR, NORTH TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-18/EE/RD/DMN/DIV/2024-25 Dt.27/02/2025

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura invites Item wise & percentage rate e-tender on two bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 13/03/2025 for 10 (Ten) nos supply-category work & 1 (One) no civil work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at phone no. 9862984064 (M)/ email id- eerddmndiv@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-4178/25

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division

NOTICE INVITING TENDER

The undersigned, on behalf of the Governor of Tripura, invites sealed tenders/quotations from the bonafide/ registered suppliers/manufacturing firms for supply of store articles like electrical goods, utensil, fabric, hardware, sanitary, sport & stationery items etc. in favour of 5th Bn TSR(IR-I), Duluma, Amarpur, Gomati Tripura for the financial year 2025-2026 covering the period up to 31.03.2026.

2. Interested agency/ firm may collect a copy of Notice Inviting Tender, List of required articles, Terms & Condition etc. from office of the Commandant, 5th Bn TSR(IR-I), Duluma, Amarpur, Gomati, Tripura on or before 17.03.2025(FN) during working day on
cash payment of Rs.500/-.

3. Last date of submission of tender/quotation is up to 1500 hrs on 19.03.2025 in the tender box available in the office of Commandant, 5th Battalion TSR, HQr, Daluma, Amarpur, Gomati Tripura and will be opened on 20.03.2025 at 1100 hrs.

Copy to:- Notice Board.
ICA/C/4171/25

(Jyotisman Daschaudhuri)
Commandant
5th Battalion TSR(IR-I) Tender Inviting Authority

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

অম্বল ঠেকানোর উপায়গুলি জেনে রাখা জরুরি

সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি। অনেকেই সেই নিয়ম মেনে চলেন। বাইরের খাবারের বদলে বাড়ির খাবারই খান। কিন্তু তার পরেও মাঝেমাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন। নানা অসুখ-বিসুখেও ভোগেন। সঠিক সময়ে খাওয়া হয় না বলেই এমন হয়। সকালে সময়ে খাবার খেয়ে বেরোলোও দুপুরে খেতে খেতে অনেকটাই দেরি হয়ে যায় অনেকের।

দ্রুত কাজ শেষ করার ব্যস্ততা, দীর্ঘ সময় ধরে চলা মিটিংয়ের ফাঁকে খাবার খাওয়ার সময় পাওয়া যায় না। প্রায় দিন দুপুরের খাবার খেতে বিকেল হয়ে যায়। ফলে গ্যাস-অম্বল লেগেই আছে। দুপুরের খাবার খাওয়ার আদর্শ সময় হল ১১টা থেকে ১টা। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে দুপুরের খাবার খাওয়ার সুযোগ হয় না অনেকেরই। সে ক্ষেত্রে গ্যাস-অম্বল ঠেকানোর কিছু উপায় রয়েছে।

জল খাওয়া

দীর্ঘ ক্ষণ পেট খালি থাকলে গ্যাস-অম্বল হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই খাবার খাওয়ার সময় না পেলে অন্তত এক গ্লাস জল খান। জল গ্যাস- অম্বলের ঝুঁকি কমায়। তবে একবারে বেশি করে জল খেলে চলবে না। অল্প অল্প করে জল খান। এর ফলে গ্যাস উতন্ন হওয়ার সুযোগ পাবে না।

ফল খান- দুপুরে ভারী খাবার খাওয়ার সুযোগ না পেলে বরং কিছু ফল খেতে পারেন। তবে খালি পেটে সব ধরনের ফল খাওয়া যাবে না। কলা, সবেদা, আতার মতো কিছু ফল খেতে পারেন। ফল অম্বলের ঝুঁকি কমাবে। হজমের গোলমালের ঝুঁকিও থাকবে না। ফল যদি কাছে না থাকে বদলে খেজুর খান।

শেষ পাতে ঘি- দেরি করে খাবার খাওয়ার ফলে অনেক সময়ে মাথাব্যথা, বমি ভাবের মতো নানা সমস্যা দেখা যায়। গ্যাস হওয়ার কারণেই এমনটা হয় মূলত। তবে শেষ পাতে যদি অল্প ঘি কিংবা গুড় খেতে পারেন, তা হলে সুস্থ হবেন দ্রুত।

ভুঁড়ি কমাতে ভরসা রাখতে পারেন এলাচে

বাড়তি ওজন নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন? নিয়মিত শরীরচর্চা ও সঠিক ডায়েটের পাশাপাশি কয়েকটি টোটকাও কিন্তু মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। বিরিয়ানি হোক কিংবা পায়েস, এলাচ দিলেই রান্নার স্বাদ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। তবে এই এলাচের গুণেই আপনার ওজন কমতে পারে, সে খবর রাখেন কি?

বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে, ছোট এলাচকে "সুপার ফুড" বলা যেতে পারে।

গবেষকরা বলেছেন, এলাচ খেলে খাওয়ার ইচ্ছে বাড়ে বটে। তবে এই খাবার শরীরে শক্তির উতাদনকে ত্বরান্বিত করে, ফ্যাট ঝরাতেও সাহায্য করে। এলাচ মেলাটোনিনের একটি ভাল উত, যা বিপাক হার বাড়ায়, হজমশক্তির উন্নতি ঘটায়। মেদ ঝরানোর প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে। তাই এলাচ খেলেই কমতে পারে আপনার ওজন। এই কারণেই মুখশুদ্ধি হিসাবেও এলাচের প্রচলন রয়েছে। শুকনো এলাচ নয়, ছোট এলাচ জলে ফুটিয়ে খেলে ফল মিলবে দ্রুত। কী ভাবে বানাবেন এলাচ-জল? এলাচ মেলাটোনিনের একটি ভাল উত, যা বিপাক হার বাড়ায়, হজমশক্তির উন্নতি ঘটায়। ছবি: শাটারস্টক।

দু'গ্লাস জল সাত-আটটি এলাচ দানা দিয়ে মিনিট পাঁচেক ফুটিয়ে নিন।। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সেই জল ছেঁকে নিয়ে পান করুন নিয়মিত। এলাচগুলিও রান্নায় ব্যবহার করতে পারেন। তাতে অসুবিধা নেই।

এলাচের আর কী কী স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে?

১) নিয়মিত এলাচ খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে, তাঁরা রোজ এলাচ খেতে পারেন।

২) রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যাও কিছুটা কমাতে পারে এলাচ। রক্ত সঞ্চালনের গতিও বাড়িয়ে দেয় হেঁশেলের এই উপাদানটি।

৩) যাঁদের ত্বকে তুলনায় তাড়াতাড়ি বয়সের ছাপ পড়ে যাচ্ছে, তাঁরা এই জল খেতে পারেন। এতে ত্বক টানটান হয়, বলিরেখা কমে।

৪) দাঁতের গোড়ার নানা ধরনের সংক্রমণও কমে এই জল খেলে।

রূপচর্চায় কী ভাবে কাজে আসবে পুজোর সামগ্রী

রূপচর্চায় চন্দনের ব্যবহার সেই আদ্যিকাল থেকেই। নামী-দামি প্রসাধনীতে এখনও চন্দনের ব্যবহারের চল রয়েছে। চন্দন ব্রণ, ফুসকুড়ির হাত থেকে যেমন ত্বককে রক্ষা করে, তেমন ত্বককে ঠান্ডাও রাখে ভিতর থেকে। চন্দনে রয়েছে অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ, ত্বকে কোনও রকম সংক্রমণ হলেও চন্দন ব্যবহার করলে প্রদাহ দূর হয়।

চন্দনের গুণের শেষ নেই। ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় বা ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চন্দনের জুড়ি মেলা ভার। জেনে নিন, ত্বকের কোন সমস্যায় কী ভাবে চন্দন ব্যবহার করলে উপকার পাবেন?

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যায়

সারা বছরই ত্বক তেলেতেলে দেখায়? স্নানের আগে বা রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে চন্দন বাটা কিংবা গুঁড়োয় গোলাপ জল মিশিয়ে সেই মিশ্রণ দশ মিনিট মুখে লাগিয়ে রাখুন। তার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কয়েক দিনের টানা ব্যবহার করলেই ত্বকে পরিবর্তন চোখে পড়বে। ব্রণর উপশমে চন্দন ব্রণ, ফুসকুড়ির হাত থেকে যেমন ত্বককে রক্ষা করে, তেমন ত্বককে ঠান্ডাও রাখে ভিতর থেকে। ছবি: শাটারস্টক।

ব্রণর সমস্যায় মোক্ষম দাওয়াই হতে পারে চন্দন। চন্দনের সঙ্গে টোম্যাটো মেটে নিয়ে ত্বকের তেলতেলে ভাব কমিয়ে ব্রণ ও র্যাশ কমাতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত ব্রণর সমস্যা থাকলে, চন্দনের সঙ্গে বিউলির ডাল ও গোলাপ জলের প্যাক বানিয়ে আধ ঘণ্টা মুখে লাগিয়ে রাখুন। তার পর পরিষ্কার করে নিন। তবে এক বারেই ম্যাজিক হবে না, ধৈর্য নিয়ে নিয়ম করে ব্যবহার করতে হবে এই ফেসপ্যাক।

ট্যান দূর করতে

রোদে পোড়া ত্বক মেরামতেও চন্দনের জুড়ি নেই। গোলাপ জল, অল্প টক দই, শসার রসের সঙ্গে চন্দনের গুঁড়ো মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। ২০ মিনিট মুখে লাগিয়ে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দিন পাঁচেকের মধ্যেই ট্যান দূর হবে এই প্যাক নিয়মিত ব্যবহার করলে।

বাড়িতে পোষ্য থাকলে ঘরে যেন থাকে আলাদাই মেজাজ

বাড়িতে পোষ্য থাকলে ঘরে যেন থাকে আলাদাই মেজাজ। আপনি বাড়ি ফিরে এলে আর কেউ আপনার জন্য অপেক্ষা করুক আর না-ই করুক, বাড়ির চারপেয়ে সদস্যটি কিন্তু আপনার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকবে। দরজা খুললেই ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার উপর। কাজের সূত্রেই হোক কিংবা ভ্রমণের জন্য, কখনও কখনও প্রিয় পোষ্যকে বাড়িতে একা রেখেই যেতে হয়। অল্প কয়েক দিনের জন্য কোথাও গেলে অবশ্য অনেক অভিভাবকই পোষ্যদের "ক্রেশ"-এ রেখে যান। কিন্তু সেখানেও অনেক সময়ে তারা অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারে না। সে ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। বেশি দিনের জন্য কোথাও গেলে পোষ্যকে নিয়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু অল্প কিছু ক্ষণ বা এক বেলার জন্য বাইরে গেলে কিছু কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। পোষ্যকে বাড়িতে একা রেখে যাওয়ার আগে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখবেন

১) বাড়িতে কেউ না থাকলে পোষ্যরা খুবই একাকিত্বে ভোগে। তাই ঘরে একা রেখে যাওয়ার আগে অনেক ধরনের খেলনা ভরে রেখে দিয়ে যান। যেগুলি বিশেষ ভাবে পোষ্যদের জন্যই তৈরি করা হয়। ২)পোষ্যকে একটি নির্দিষ্ট ঘরে রাখুন।সারা বাড়ির মধ্যে ঘোরার সুযোগ পেলে সেই সুযোগ হাতছাড়া করবে না তারা। সঠিক প্রশিক্ষণ না থাকলে সারা বাড়ি লন্ডভন্ড করে দিতে পারে তারা। তার চেয়ে একটি ঘরেই অনেক খেলনা দিয়ে পোষ্যের মন ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। ৩) বাড়িতে কেউ না থাকলে পোষ্যদের খাবারের যেন কোনও অসুবিধা না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যেতে হবে, যিনি সময় মতো এসে জল এবং খাবার দিয়ে যাবেন। কিংবা আলাদা আলাদা পাত্রে পর্যাপ্ত খাবার ও জল গুছিয়ে রেখে যান।

বাড়িতে কেউ না থাকলে পোষ্যদের খাবারের যেন কোনও অসুবিধা না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ৪) লোকজনের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে পোষ্যরা। বাড়িতে কারও গলা শুনতে না পেলে মনমরা হয়ে পড়ে তারা। পোষ্য বাড়িতে একা থাকলে তাদের জন্য টেলিভিশনটি চালিয়ে যেতে পারেন। এই ফন্দি কাজে লাগিয়ে তাদের একাকিত্ব দূর করা যেতে পারে। ৫) পোষ্যকে বাড়িতে এখা রাখার আগে তাকে বাইরে থেকে ঘুরিয়ে আনুন। পোষ্যকে নিয়ে সকাল-বিকেল পার্কে ঘুরতে গেলে সাধারণত বেল্ট দিয়ে বেঁধেই রাখেন। কিন্তু ঘরে যদি পোষ্যকে একেবারে একা রেখে কোথাও যেতে হয়, সে ক্ষেত্রে বাঁধন খুলে রাখাই ভাল। তাঁদের নিজস্ব পরিসরে ঘোরাফেরা করতে দিন।

ওষুধ খেয়েও কমছে না আর্থাইটিসের ব্যথা?

আত্মীয়স্বজন, চেনা-পরিচিত, সহকর্মী, পরিবারের বয়স্ক সদস্যের অনেকেই আর্থাইটিসের রোগী। ইদানীং কমবয়সিদের মধ্যেও আর্থাইটিস হানা দিচ্ছে। ৩০ পেরোলেই আর্থাইটিসের ব্যথায় কাবু হচ্ছেন অনেকেই। তবে আধুনিক জীবনযাপন এই রোগের নেপথ্যের একটা বড় কারণ। হাঁটুর ব্যথায় চলাফেরা প্রায় বন্ধ অনেকেরই।

আর্থাইটিসের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বদল আনতে হবে জীবনধারায়। বাইরের খাবারদাবার পুরোপুপি বন্ধ করে দিতে হবে। সেই সঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যাসও বজায় রাখতে হবে। কারণ এই রোগের ক্ষেত্রে শরীরচর্চার অভ্যাস থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর্থাইটিস ধরা পড়ার পর অনেকেই জিমে ভর্তি হন। তবে জিমে গিয়ে যে শারীরিক কসরত হয়, আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে ততটাও প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে বাড়িতেই কয়েকটি যোগাসন যদি নিয়মিত করতে পারেন, উপকার পাবেন। তাড়াসন সোজা হয়ে দাঁড়ান। পায়ের পাতার মধ্যে দুই ইঞ্চি দূরত্ব রাখুন। শ্বাস নিন। হাত দুটোকে উপরে তুলে কাঁধের সমান সমান নিয়ে যান। এ বার আঙুল দিয়ে হাত দুটোকে জড়ান। হাতের তালু রাখুন বাইরের দিকে। এ বার শ্বাস নিতে নিতে মাথার উপর হাত দুটো নিয়ে যান। পায়ের গোড়ালিগুলো মাটি থেকে উপরে তুলুন। পায়ের পাতার উপর শরীরের ভারসাম্য রাখুন। এই অবস্থায় ৩ থেকে ১০ বার শ্বাস নিন। এ বার গোড়ালি নীচে নিয়ে আসুন। শ্বাস ছেড়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। দিনে দু'বার করলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে বাতের ব্যথা।

পশ্চিমোত্তাসন সামনের দিকে পা ছড়িয়ে বসুন। পায়ের পাতার অভিমুখ রাখুন আপনার দিকে। শিরদাঁড়া সোজা রাখুন। এ বার শ্বাস নিন। দুটো হাত একসঙ্গে মাথার উপর সোজা করে তুলুন। এর পরে শ্বাস ছাড়ুন। এ বার আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকুন। হাত দুটো গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছলে একটির কব্জি দিয়ে আর একটি ধরে রাখুন। মাথা রাখুন হাঁটুতে। এর পর শ্বাস ছাড়ুন। খেয়াল রাখুন শিরদাঁড়া যেন সামনের দিকে প্রসারিত থাকে। শ্বাস নিন। এ বার আগের ভঙ্গিতে ফিরে আসুন। নিয়ম করে এটি করলে ব্যথা কমবে। শবাসন সবচেয়ে সহজ আসন মনে হলেও শবাসন করতে মানসিক স্থিরতার প্রয়োজন। চিত হয়ে শুয়ে পা দু'টি লম্বা করে ছড়িয়ে দিন। দু'টি হাত শরীরের দু'পাশে শরীর সংলগ্ন রাখুন। হাতের তালু দু'টি শিথিল করে রাখুন। চোখ বন্ধ করুন। বেশ কিছু ক্ষণ এই ভাবে থাকার পর ধীরে ধীরে উঠে বসুন। এতে মন এবং মস্তিষ্ক দুটোই শান্ত থাকবে।

আসন: নিয়মিত করলে ত্বক টানটান হবে

প্রসাধনী ব্যবহার করলেই ত্বকে সাময়িক জেল্লা আসে। কিন্তু ত্বক ভিতর থেকে জেল্লাদার করে তুলতে প্রসাধন সামগ্রীর উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করলে চলে না। বরং ত্বকের দেখাশোনায় ঘরোয়া যত্নের প্রয়োজন। ঘরোয়া উপকরণ দিয়েও খেয়াল রাখা যায় ত্বকের। কিন্তু ত্বকের সমস্যা তো একটি নয়। ব্রণ থেকে র্যাশ, সমস্যা পিছু ছাড়ে না।

সেই সঙ্গে কম বয়সেই সঠিক যত্নের অভাবে ত্বক শিথিল হয়ে পড়ে অনেকের। শিথিল ত্বক টানটান করে তুলতে অনেকেই নানা কিছু ব্যবহার করেন। তাতে উপকার বিশেষ হয় না। বরং কয়েকটি ব্যায়াম যদি নিয়ম মাফিক করতে পারেন, তা হলে ত্বক হবে টানটান এবং জেল্লাদার।

ভুজঙ্গাসন- উপুড় হয়ে ম্যাটের উপর শুয়ে পড়ুন। পা সোজা করে রাখুন। দুই হাতের তালু কাঁধের পাশে মাটিতে রাখুন, কনুই থাকুক শরীর ঘেঁষে। আগু-পিছু করে আরামদায়ক ভাবে নিজের অবস্থান ঠিক করে নিন। কপাল মাটিতে রেখে চোখ বন্ধ করুন। ধীরে ধীরে শ্বাস নিন। হাতে ভর না দিয়েই মাথা এবং বুক উপরের দিকে তুলুন। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসুন।

পশ্চিমোত্তাসন- সামনের দিকে পা ছড়িয়ে বসুন। পায়ের পাতার অভিমুখ রাখুন আপনার দিকে। শিরদাঁড়া সোজা রাখুন। এ বার শ্বাস নিন। দুটো হাত একসঙ্গে মাথার উপর সোজা করে তুলুন। এর পরে শ্বাস ছাড়ুন। এ বার আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকুন। দুটো হাত গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছলে একটির কব্জি দিয়ে আর একটি ধরে রাখুন। মাথা রাখুন হাঁটুতে। এর পর শ্বাস ছাড়ুন। খেয়াল রাখুন শিরদাঁড়া যেন সামনের দিকে প্রসারিত থাকে। শ্বাস নিন। এর পরে আস্তে আস্তে দুটো হাত সরিয়ে মাথার উপর নিয়ে গিয়ে শ্বাস ছাড়ুন। এ বার হাত দুটো নামিয়ে নিয়ে আগের ভঙ্গিতে ফিরে যান। বালাসন হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এ বার দুই হাত প্রসারিত করে পেট মুড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যান। বুক যেন ঊরু স্পর্শ করে। মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখুন। শ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করুন। নিয়মিত এই আসনগুলি করলে উপকার পাবেন।

মুড়ি খেলে ওজন কমবে ত্বকে পড়বে না বয়সের ছাপ

সকাল বা বিকেলের নাশতায় মুড়ি সবারই পছন্দ। ডায়াবেটিসের রোগীরা তিনটি খাবারের মধ্যে নাশতা হিসেবে মুড়িকেই বেছে নেন। কিন্তু মুড়ি গ্রহণের ফলে রক্তে গ্লুকোজ বাড়ে কি না, বা মুড়ি কি শুধুই মুখরোচক খাবার, নাকি পুষ্টিগুণ রয়েছে, সে সম্পর্কে রয়েছে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। আসুন জেনে নিই মুড়ি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য।

ওজন কমাতে: যাঁরা ওজনের ব্যাপারে সচেতন, তাঁদের জন্য মুড়ি একটি ভালো খাবার হতে পারে। কারণ, মুড়ি কম ক্যালরি এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার। ১৫ গ্রাম মুড়িতে মাত্র ৫৪ ক্যালরি আছে। শুধু তা—ই নয়, প্রচুর ফাইবার থাকার কারণে মুড়ি খেলে অনেক সময় পর্যন্ত পেট ভরা থাকে। মুড়িতে ভিটামিন বি, ম্যাগনেশিয়াম ও জিংক আছে।

গ্যাসের সমস্যায়: বিভিন্ন খাবার খাওয়ার কারণে অনেক সময় বুক জ্বালাপোড়াসহ গ্যাসের সমস্যা হয়। মুড়ি সেসব ক্ষেত্রে ভালো সমাধান হতে পারে। বিশেষ করে মুড়ি পানিতে ভিজিয়ে খেলে গ্যাসের সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়। আদা মুড়ি বানাবেন যেভাবে মুড়িতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অল্প পরিমাণ 'ভিটামিন-ডি' বিদ্যমান মুড়িতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অল্প পরিমাণ 'ভিটামিন-ডি' বিদ্যমানছবি: প্রথম আলো

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে: মুড়িতে প্রচুর ফাইবার আছে। সুতরাং যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, তাঁদের জন্য মুড়ি খুব উপকারী।

হাড় শক্ত করে: মুড়িতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অল্প পরিমাণ 'ভিটামিন ডি' বিদ্যমান, যা হাড় শক্ত করতে খুবই প্রয়োজনীয়।

ত্বকের যত্নে: বয়সের ছাপ নিয়ে কমবেশি সবাই চিন্তিত হয়। এ ক্ষেত্রে একটি উত্তম সমাধান হতে পারে মুড়ি। কারণ, মুড়িতে রয়েছে অ্যান্টি—অক্সিডেন্ট, যার প্রভাবে আল্ট্রাভায়োলেটের কারণে ত্বকের যে ক্ষতি হয়, তা সহজেই রোধ করা যায়।

যাঁদের সতর্ক হতে হবে ডায়াবেটিসের রোগী: অনেক ডায়াবেটিসের রোগীর কাছে নাশতা হিসেবে মুড়ি খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না মুড়িতে বেশ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট আছে। মুড়ির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি ও মুড়ি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। তবে প্রচুর ফাইবার থাকায় এবং ক্যালরি কম থাকায় মুড়ি নাশতা হিসেবে অল্প পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে। ব্রাউন মুড়ি বা লাল চালের মুড়ি অপেক্ষাকৃত ভালো।

মুড়িতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম থাকায় রক্তচাপ বৃদ্ধি করে কিডনিজনিত সমস্যা: ডায়াবেটিসের রোগীদের মতো যাঁরা দীর্ঘদিন কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত, তাঁরাও মুড়ি খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। কারণ, মুড়িতে প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম আছে, যা কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের রোগী: মুড়িতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম থাকায় রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। এ কারণে যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ আছে ও যাঁরা হার্টের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা মুড়ি খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

বাজারের মুড়িতে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান, যেমন আর্সেনিক, ইউরিয়া মেশানো থাকে, যা নানান স্বাস্থ্য সমস্যাসহ রোগীর মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

চটজলদি তৈরি করা মুখরোচক খাবার

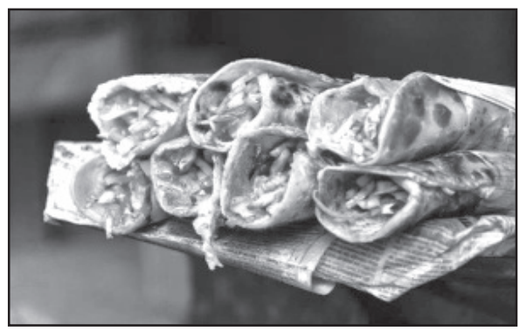

রোজ একঘেয়ে খাবার খেতে ভাল না লাগলে, বাড়িতে হঠাতঅতিথি এলে কিংবা স্বাদবদল করতে সমাধান একটিই "ফাস্ট ফুড"। পাড়ার মোড়ে জ্বলজ্বল করতে থাকা এই বিপণিগুলিতে যে ধরনের খাবার পাওয়া যায়, সেগুলিতে ক্যালোরির মাত্রাও বেশি এবং স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভাল নয়। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র স্বাদের কারণে এই সব খাবার খেয়ে ফেলার প্রবণতা দেখা যায় অনেকের মধ্যে।

আগেও এই ধরনের ফাস্ট ফুড খাওয়ার চল ছিল। তবে একটি সমীক্ষা বলছে, আমেরিকায় ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে তার হার বেড়েছে প্রায় ৩৭ শতাংশ। ভারতের পরিসংখ্যানটি নেহাত কম নয়। অনেকেই জানেন, এ ধরনের খাবার খেতে ভাল লাগছে বলেই একটানা খেয়ে ফেলা যায় না। শরীর খারাপ হয়। পেটেরও গন্ডগোল হতে পারে। কিন্তু এই খাবারগুলি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে কেমন প্রভাব ফেলে, তা জানা আছে কি?

হার্টের সমস্যা

এই ধরনের খাবারে যে পরিমাণ তেল ব্যবহার করা হয়, তা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। দিনের পর দিন এই চর্বিজাতীয় পদার্থগুলি ধমনীর দেওয়ালে জমতে থাকে। ফলে হার্টে রক্ত জোগানের গতি শ্লথ হয়ে যেতে পারে। ফলে হৃদ্যন্ত্র বিকল হয়ে যেতেই পারে।

রক্তে শর্করায় বেশির ভাগ ফাস্ট ফুডে কার্বোহাইড্রেট অনেক বেশি। ফাইবার নেই বললেই চলে। পরিপাকের সময়ে এই সব খাবার থেকেই রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। ডায়াবিটিস তো বটেই, সেখান থেকে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

শ্বাসযন্ত্র বেশি ফাস্ট ফুড খেলে স্থূলতার সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসকেরা বলছেন, দেহের ওজন অতিরিক্ত হলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বাড়তে পারে। দেহের এই অতিরিক্ত মেদ ফুসফুসের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা, সামান্য চলা-ফেরা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়েন অনেকে। প্রজননতন্ত্র মুখরোচক এই জাতীয় খাবার কিন্তু প্রজননে সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ফাস্ট ফুডে থাকা এক ধরনের রাসায়নিক প্রজনেন অংশগ্রহণকারী হরমোনের কার্যকারিতা কমিয়ে আনে। ফলে সন্তানধারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভে ভ্রূণের বেড়ে ওঠায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এই রাসায়নিক। মানসিক স্বাস্থ্য শুধু শরীরের নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেও প্রভাব ফেলে ফাস্ট ফুড। ২০২০ সালে চিনে হওয়া একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং নরম পানীয়ে থাকা বিভিন্ন যৌগ অবসাদ বাড়িয়ে তোলে। এ ছাড়াও নানা ধরনের মানসিক সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে এই জাতীয় খাবার।

বুধবার আগরতলায় অরুন্ধুতিনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

নাগাল্যান্ড বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশনে পাস ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিল

কোহিমা, ৫ মার্চ (হি.স.) : চতুর্দশ নাগাল্যান্ড বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশনে রাজ্যের বিভিন্ন শাসন, কর এবং পৌর সংস্কার সহ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিলের ওপর দিনভর আলোচনা শেষে সেগুলি পাস হয়ে গেছে।অধিবেশনে স্থানীয় প্রশাসনে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নগর স্থানীয় সংস্থাগুলিতে দলত্যাগ সংক্রান্ত অযোগ্যতা বিল, ২০২৪ পাস হয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল দ্য গ্লোবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি নাগাল্যান্ড (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ২০২৪-এ উচ্চশিক্ষার নিয়মকানুনকে সুবিন্যস্ত করতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

এছাড়া জাতীয় জিএসটি নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে আপডেট প্রতিফলিত করে নাগাল্যান্ড পণ্য ও পরিষেবা কর (নবম সংশোধনী) বিল, ২০২৪-ও পাস হয়েছে আজকের অধিবেশনে। তাছাড়া, নগর শাসন এবং সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধির জন্য নাগাল্যান্ড পৌরসভা (সংশোধন) বিল, ২০২৪ এবং নাগাল্যান্ড সড়ক নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ২০২৪ পাস হয়েছে।

অধিকন্তু, রাজ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং নৈমিত্তিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত উদ্বেগ সমাধানের লক্ষ্যে নাগাল্যান্ড ওয়ার্ক-চার্জড এবং ক্যাজুয়াল কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ (প্রথম সংশোধন) বিল, ২০২৪ পাস হয়ে গেছে। বিলগুলির ওপর অধিবেশনে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আইন প্রণেতারা প্রশাসনিক দক্ষতা এবং জনসেবা প্রদানের উন্নতিতে এই বিলগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে পাস করেছেন। সরকার পক্ষের দাবি, সংশোধনী বিলগুলি পাস হওয়ায় নাগাল্যান্ডে আইন প্রণয়ন কাঠামো শক্তিশালী করার দিকে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ।

অরুণাচলে ভূমিধস, আনিনি-রোয়িং ৩১৩ নম্বর জাতীয় সড়কে ৬ মার্চ পর্যন্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

ইটানগর, ৫ মার্চ (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের দিবাংভ্যালি জেলার অন্তর্গত আনিনি-রোয়িং এলাকার ৩১৩ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস পড়ায় ওই রুটে আগামী ৬ মার্চ পর্যন্ত সব ধরনের যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। আজ বুধবার দিবাং উপত্যকার ডেপুটি কমিশনার (এডিসি) পাগলি সোরা (এপিসিএস) জানান, গতকাল মঙ্গলবার বিকালের দিকে ৩১৩ নম্বর জাতীয় সড়কের এটালিন থেকে পাঁচ কিলো পর্যন্ত বড়সড় ধস নেমেছে। পাহাড় থেকে বিশাল বিশাল পাথর নেমে এসে জাতীয় সড়কে পড়ছে। কিছু জায়গায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে রাস্তা। ফলে আনিনি এবং রোয়িঙের মধ্যে যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। তাই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ ওই রুটে যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। এডিসি সোরা জানান, ধস সারাইয়ের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার দরুন সারাইয়ের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সব ধস পরিষ্কার করতে কমপক্ষে আরও দুদিন সময় লাগতে পারে, বলেন এডিসি।

গোবিন্দঘাট থেকে হেমকুণ্ড সাহেব জি রোপওয়ে উন্নয়ন প্রকল্প পর্বতমালা পরিযোজনায় অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে অর্থনৈতিক বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কমিটি (সিসিইএ) উত্তরাখণ্ডের গোবিন্দঘাট থেকে হেমকুণ্ড সাহেব (১২.৪ কিমি) রোপওয়ে উন্নয়ন প্রকল্প পর্বতমালা পরিযোজনায় অনুমোদন দিয়েছে। বুধবার এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, এর জন্য ব্যয় হবে ২,৭৩০,১৩ কোটি টাকা।

পিআইবি এও জানিয়েছে, 'বর্তমানে গোবিন্দঘাট থেকে হেমকুণ্ড সাহেব পর্যন্ত ২১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয় পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়া ও পাল্কিতে করে। এই রোপওয়েটি তীর্থযাত্রীদের এবং হেমকুণ্ড সাহেবে ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রোপওয়েটি সরকারি-বেসরসারি অংশীদারিত্বে তৈরি করা হবে। প্রতি ঘণ্টায় একদিকে ১,১০০ যাত্রী বহন করতে পারবে। প্রতিদিন যাত্রী বহন ক্ষমতা হবে ১১,০০০।

ই রোপওয়ে প্রকল্পটি নির্মাণ ও পরিচালনার সময় আতিথেয়তা, ভ্রমণ, খাদ্য ও পানীয় (এফঅ্যান্ডবি) ও পর্যটনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে সারা বছর ধরে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

হেমকুণ্ড সাহেব উত্তরাখণ্ডের চামৌলি জেলায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত এই গুরুদ্বারটি প্রতি বছর মে থেকে সেপ্টেম্বর এই ৫ মাস খোলা থাকে। বছরে ১.৫ থেকে ২ লক্ষ তীর্থযাত্রী এখানে আসেন। হেমকুণ্ড সাহেব বিখ্যাত ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-এর প্রবেশদ্বার হিসেবে স্বীকৃত।'

দিল্লিতে জাতীয় সম্মেলনে সূচনা হবে আদর্শ মহিলা-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মসূচির

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): বুধবার দিল্লিতে জাতীয় সম্মেলনে সূচনা হবে আদর্শ মহিলা-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মসূচির। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পাইনি) জানিয়েছে এই বিষয়ে।

পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, 'প্রশাসনের তৃণমূল স্তরে লিঙ্গ সাম্যের নীতি যথার্থভাবে কার্যকর করে তুলতে নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ৫ মার্চ জাতীয় সম্মেলন আদর্শ মহিলা-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মসূচি (এমডব্লুএফজিপি)-র সূচনা করতে চলেছে পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এই উদ্যোগ। উপস্থিত থাকবেন পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এস পি সিং বাঘেল এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল। এছাড়াও কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকের শীর্ষ পদাধিকারীদের পাশাপাশি ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ডের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিত্বও থাকবে ওই অনুষ্ঠানে। গ্রামপঞ্চায়েতগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৩৫০জন প্রতিনিধি সশরীরে কিংবা ভার্চুয়ালি ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি আদর্শ মহিলা-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। গ্রামীণ ক্ষেত্রকে আরও উন্নত করে তুলে বিকশিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণ এখানে অন্যতম লক্ষ্য।

এই অনুষ্ঠানে আদর্শ মহিলা-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য চিহ্নিত পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ভার্চুয়াল উদ্বোধন হবে। কাজের ক্ষেত্রে নজরদারির জন্য একটি ড্যাশবোর্ডও চালু করা হবে।

সোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ রোপওয়ে প্রকল্পে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি উত্তরাখণ্ডের সোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত ১২.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রোপওয়ে নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। বুধবার এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ৪,০৮১.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নকশা তৈরি, নির্মাণ, অর্থের যোগান, চালনা ও হস্তান্তর (ডিবিএফওটি) পদ্ধতিতে এই প্রকল্প গড়ে উঠবে।

পিআইবি এও জানিয়েছে, 'সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে এই প্রকল্প রূপায়ণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এজন্য অত্যাধুনিক ট্রাই-কেবল ডিটাচেবল গন্ডোলা (থ্রি-এস) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এর বহনক্ষমতা হবে একদিকে প্রতি ঘন্টায় ১,৮০০ জন অর্থাৎ, দিনে ১৮,০০০ যাত্রী।

এই রোপওয়ে প্রকল্প কেদারনাথ দর্শনে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের বিশেষ উপকারে আসবে। পরিবেশ-বান্ধব, আরামদায়ক এবং দ্রুত এই মাধ্যম যাতায়াতের সময় অনেকটাই কমিয়ে দেবে। কেদারনাথে যেতে বা সেখান থেকে নামতে এক একবারে ৮-৯ ঘন্টা সময় লাগে। এখন তা মাত্র ৩৬ মিনিটে নেমে আসবে।

এই রোপওয়ে প্রকল্পের সুবাদে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নির্মাণ ও চালনার ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ তো হবেই, সেইসঙ্গে পর্যটন শিল্পে এবং সহযোগী ক্ষেত্রগুলিতে সারা বছর কাজের সুযোগ তৈরি হবে। এই রোপওয়ে নির্মাণ ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

বর্তমানে কেদারনাথ মন্দিরে যেতে হলে ১৬ কিলোমিটার পাহাড়ি বন্ধুর পথে হেঁটে উঠতে হয়। ঘোড়া, পালকি বা হেলিকপ্টারে যাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রস্তাবিত এই রোপওয়ে তীর্থযাত্রীদের মন্দির দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে। সেইসঙ্গে, যে কোন মরশুমে সোনপ্রয়াগ ও কেদারনাথের মধ্যে যোগাযোগও স্থাপিত হবে।

কেদারনাথ ১২টি পবিত্র জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এটি উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় ৩,৫৮৩ মিটার (১১,৯৬৮ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত। অক্ষয় তৃতীয়া (এপ্রিল-মে) থেকে দীপাবলি (অক্টোবর-নভেম্বর) পর্যন্ত বছরে ৬-৭ মাস কেদারনাথ মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ ভক্ত এই মন্দিরে যান।'

বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ড সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ড সফরে যাচ্ছেন। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে এই বিষয়ে।

তাদের তরফে জানানো হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৬ মার্চ উত্তরাখণ্ড সফরে যাচ্ছেন। তিনি সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মুখোয়া-য় মা গঙ্গার শীতকালীন বাসস্থান পরিদর্শন করবেন ও সেখানে প্রার্থনা করবেন। সকাল ১০.৪০ মিনিট নাগাদ তিনি একটি পদযাত্রা ও বাইক র‍্যালির সূচনা করবেন। হর্শিলে একটি জনসভায় ভাষণও দেবেন তিনি।

উত্তরাখণ্ড সরকার এ বছর একটি শীতকালীন পর্যটন কর্মসূচি শুরু করেছে। হাজার হাজার ভক্ত ইতিমধ্যেই গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের শীতকালীন বাসস্থান পরিদর্শন করেছেন। ধর্মীয় পর্যটনের প্রসারে এবং স্থানীয় অর্থনীতি, হোম-স্টে, পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্য সহ অন্যান্য বিষয়কে উজ্জীবিত করতেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।'

বিকশিত ভারতের অভিযাত্রাকে প্রণীত করছে ভারতের প্রযুক্তি বিপ্লব

।। শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ।।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে মহারাষ্ট্রের বারামতীতে এক ক্ষুদ্র কৃষক কৃষির নিয়মগুলিকে এখন নতুন করে লিখছেন। সারের ব্যবহার কম করা, জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নত দক্ষতার প্রদর্শন এবং উচ্চ মাত্রায় ফলন, এ সবই এআই ব্যবহারের মাধ্যমে এমন অসাধারণ কিছু এখন প্রত্যক্ষ করছি আমরা।

এটি ভারতের এআই-পরিচালিত বিপ্লবের একটি ঝলক মাত্র, যেখানে প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন এখন শুধুমাত্র ল্যাবগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং সাধারণ নাগরিকদের জীবনকে রূপান্তরিত করে চলেছে। বিভিন্ন দিক দিয়েই এটি কৃষকের জীবনের অনেক বড় রূপান্তরের একটি ক্ষুদ্র জগৎ — যা ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের দিকে আমাদের যাত্রাকে সূচিত করেছে।

ডিজিটাল জগতের ঠিকানা লিখন

এআই, সেমিকন্ডাক্টর এবং ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মত ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) এর উপর জোর দিয়ে ভারত তার ডিজিটাল ভবিষ্যতকে এখন রূপ দিচ্ছে। গত কয়েক দশক ধরে, ভারত সফওয়্যার ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে, তবে এখন এই দেশ হার্ডওয়্যার উৎপাদনেও বড় অগ্রগতি করছে।

বর্তমানে দেশে পাঁচটি সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট নির্মাণাধীন রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রনিক্স খাতে ভারতের ভূমিকাকে শক্তিশালী করবে। আজ, ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমাদের শীর্ষ তিনটি রফতানির মধ্যে স্থান পেয়েছে এবং শীঘ্রই আমরা এ বছর ভারতের প্রথম 'মেক ইন ইন্ডিয়া' চিপ চালু করে একটি বড় মাইলফলকে পৌঁছাব।

এআই নির্মাণ: গণনা, ডেটা এবং উদ্ভাবন

ভারতের প্রযুক্তি বিপ্লবের চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করছে ডিপিআই আর সেমিকন্ডাক্টর এবং ইলেকট্রনিক্স এর মেরুদণ্ড গঠন করেছে। এআই কাঠামোর মাধ্যমে ভারত এআইকে সবার কাছে ব্যবহারযোগ্য করে একে গণতন্ত্রীকরণ করছে।

এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হ'ল ১৮ হাজারেরও বেশি গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (জিপিইউ) সহ ভারতের সাধারণ গণনা সুবিধার উপলব্ধতা। ঘন্টায় ১০০ টাকায় ভর্তুকিযুক্ত ব্যয়ে এর উপলব্ধতা, এই উদ্যোগটিকে নিশ্চিত করবে যে অত্যাধুনিক গবেষণার জন্য গবেষক, স্টার্টআপস, একাডেমিয়া এবং অন্যান্য অংশীদারদের জন্য এটি ব্যবহারযোগ্য। এই উদ্যোগটি মৌলিক মডেল এবং অ্যাপ্লিকেশন সহ এআই-ভিত্তিক সিস্টেমগুলির উন্নতির জন্য জিপিইউগুলিকে সহজে ব্যবহার সক্ষম করবে।

বৈচিত্র্যময় এবং উচ্চমানের ডেটা সম্পর্কে এআই মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ভারত বড় আকারের অ-ব্যক্তিগত বেনামী ডেটাসেটও তৈরি করছে। এই উদ্যোগটি পক্ষপাত হ্রাস করতে এবং নির্ভুলতা উন্নত করতে সহায়তা করবে, যা এআই সিস্টেমগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে। এই ডেটাসেটগুলি কৃষি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এআই-চালিত সমাধানগুলিকে শক্তিশালী করবে।

সরকার লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম) এবং ভারতীয় প্রয়োজন অনুসারে সমস্যা-নির্দিষ্ট এআই সমাধান সহ ভারতের নিজস্ব ভিত্তিগত মডেলগুলির উন্নয়নে সহায়তা করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য, একাধিক উৎকর্ষ কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে।

ভারতের ডিপিআই, ডিজিটাল উদ্ভাবনের নীলনকশা

ডিপিআইয়ের ক্ষেত্রে ভারতের পথপ্রদর্শকমূলক কাজ সারা বিশ্বের ডিজিটাল ক্ষেত্রকে একটি উল্লেখযোগ্য আকার দিয়েছে। কর্পোরেট বা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মডেলগুলির বিপরীতে, সরকারি অর্থ ব্যবহার করে আধার, ইউপিআই এবং ডিজিলকারের মতো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে ভারতের নিজস্ব সরকারি-বেসরকারি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বেসরকারি প্রতিযোগীরা এক্ষেত্রে আরও উদ্ভাবন করছে এবং ডিপিআইয়ের শীর্ষে ব্যবহারকারী-বান্ধব, অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট সমাধান তৈরি করছে।

এই মডেলটিকে এখন এআই দিয়ে সুপারচার্জ করা হচ্ছে, কারণ ইউপিআই এবং ডিজিলকারের মতো আর্থিক এবং প্রশাসনিক প্ল্যাটফর্মগুলি বুদ্ধিমান সমাধানগুলিকে সংহত করছে। ভারতের ডিপিআই কাঠামোর প্রতি গোটা বিশ্বেরই আগ্রহ জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে স্পষ্ট ছিল, যেখানে বিভিন্ন দেশ এই মডেলটি প্রতিলিপি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। জাপান ভারতের ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেমকে একটি পেটেন্ট দিয়েছে, যা এর পরিমাপযোগ্যতার একটি প্রমাণ।

মহাকুম্ভ, ঐতিহ্য ও প্রযুক্তির সঙ্গম

ভারত তার ডিপিআই এবং এআই-চালিত ব্যবস্থাপনাকে মহাকুম্ভ ২০২৫-এর নিরবচ্ছিন্ন পরিচালনার জন্য কাজে লাগিয়েছিল, যা ছিল এখন পর্যন্ত বৃহত্তম মানব সমাবেশ। এআই-চালিত সরঞ্জামগুলি প্রয়াগরাজের রেল স্টেশনগুলিতে সঠিক সময়ে রেলযাত্রীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছিল।

কুম্ভ সহায়ক চ্যাটবুটে ভাশিনীকে যুক্ত করা হয়েছিল, যা যে কোনো ভাষায় হারিয়ে যাওয়া এবং খোঁজে পাওয়ার মত সুবিধা প্রদান, সঠিক সময়ের অনুবাদ এবং সবার জন্য বহুভাষিক সহায়তা সক্ষম ছিল। ভারতীয় রেলওয়ে এবং ইউপি পুলিশের মতো বিভিন্ন বিভাগের সাথে এর সহযোগিতা দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য যোগাযোগকে সুসংহত করেছে। ডিপিআইকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তি-সক্ষম মহাকুম্ভ ২০২৫ একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন করেছে, যা একে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষ এবং সুরক্ষিত করে তুলেছে।

ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত জনশক্তি গড়ে তোলা

ডিজিটাল বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভারতের শ্রমশক্তি। এ দেশে প্রতি সপ্তাহে একটি গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (জিসিসি) যুক্ত হচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী গবেষণা ও উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য পছন্দের গন্তব্য হিসাবে তার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করছে। তবে এই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়নে অব্যাহত বিনিয়োগ প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ অনুসারে এআই, ৫জি এবং সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে পুনর্বিন্যাস করে সরকার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। এই ব্যবস্থা এটা নিশ্চিত করবে যে স্নাতকরা দক্ষতার সাথে চাকরির জন্য প্রস্তুত হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, এতে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে রূপান্তরের সময় কমবে। এআই নিয়ন্ত্রণের দিকে ব্যবহারিক পদ্ধতি

যেহেতু ভারত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর্মীবাহিনী তৈরি করছে, তাই এর এআই নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে অবশ্যই দায়িত্বশীল স্থাপনা নিশ্চিত করার সময় উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে হবে। ভারত এক্ষেত্রে একটি বাস্তববাদী, প্রযুক্তিগত-আইনী পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

এআই-সম্পর্কিত ঝুঁকি মোকাবেলায় কেবল আইনের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, সরকার প্রযুক্তিগত সুরক্ষায় বিনিয়োগ করছে। ডিপ ফেক, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং সাইবার নিরাপত্তা হুমকি মোকাবেলায় সরঞ্জাম বিকাশের জন্য সরকার শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআইটিগুলিতে এআই-চালিত প্রকল্পগুলিতে অর্থায়ন করছে।

যেহেতু এআই বিশ্বব্যাপী শিল্পগুলিকে পুনর্গঠন অব্যাহত রেখেছে, এক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। আর তা হল উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এমন একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো বজায় রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা। কিন্তু নীতি ও পরিকাঠামোর বাইরেও এই রূপান্তর আমাদের জনসাধারণের জন্যই।

(লেখক ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি, রেল এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী)

মণিপুরে ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে দুবার ভূমিকম্প, বেলা ১১.০৬টায় কেঁপেছে অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড

গুয়াহাটি, ৫ মার্চ (হি.স.) : ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে আজ বুধবার দুবার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে মণিপুরে। প্রথমে সকাল ১১.০৬টায় মণিপুরের কামজং জেলায় ৫.৭ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছে গোটা রাজ্য। সে সময় কেঁপেছে গুয়াহাটি সহ অসমের বিভিন্ন প্রান্ত। কম্পন অনুভূত হয়েছে উত্তরপূর্বীয় রাজ্য নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়ের কিছু অঞ্চলে। এর পর বেলা ১২.২০টা আবারও কেঁপেছে মণিপুর। দুবারের ভূমিকম্পে মণিপুরের কয়েকটি ভবনে ফাটল দেখা গেছে। এ রকম কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে মণিপুর ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য কোনও রাজ্য থেকে হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস)-র প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, বুধবার সকালে সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মণিপুরের কামজং জেলার ভূপৃষ্ঠের ১১০ কিমি গভীরে ২৪.৭৬ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৩৫ঙ্গ পূর্বে।

গুয়াহাটির আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের অধিকর্তা সঞ্জয় সাউয়ের কাছে জানা গেছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল মণিপুর হলেও, অসম, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

এদিকে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির আরেক তথ্যে জানা গেছে, আজ দুপুর ১২:২০:৪৩ সেকেন্ডে মণিপুরের কামজং জেলায় ৪.১ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এর উৎসস্থল ছিল কামজং জেলার ৬৬ কিলোমিটার গভীরে ২৪.৭০ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৩৪ঙ্গ পূর্বে।

মেঘালয় পুলিশে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার, বিধানসভায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেসটোন

শিলং, ৫ মার্চ (হি.স.) : মেঘালয়ে পুলিশ বিভাগে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে, আজ বিধানসভায় বলেছেন গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেসটোন টিংসন।

আজ বুধবার মেঘালয় বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হলে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেসটোন টিনসং।

বিধায়ক মিজানুর কাজির এক প্রশ্নের জবাবে উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন বলেন, চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়ার পর রাজাবালা থানায় একজন মহিলা পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে দুই মহিলা পুলিশ কনস্টেবল (নিরস্ত্র, আন-আর্মড) থানায় মামলা পরিচালনা করেন। তাঁদের নিকটবর্তী থানাগুলি সহায়তা করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ মেঘালয়ে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক পুলিশিং পরিবেশ তৈরির বৃহত্তর প্রচেষ্টার এক অংশ।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে রাজ্যের ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট অধিবেশন। বাজেট অধিবেশন চলবে আগামী ১৩ মার্চ পর্যন্ত।

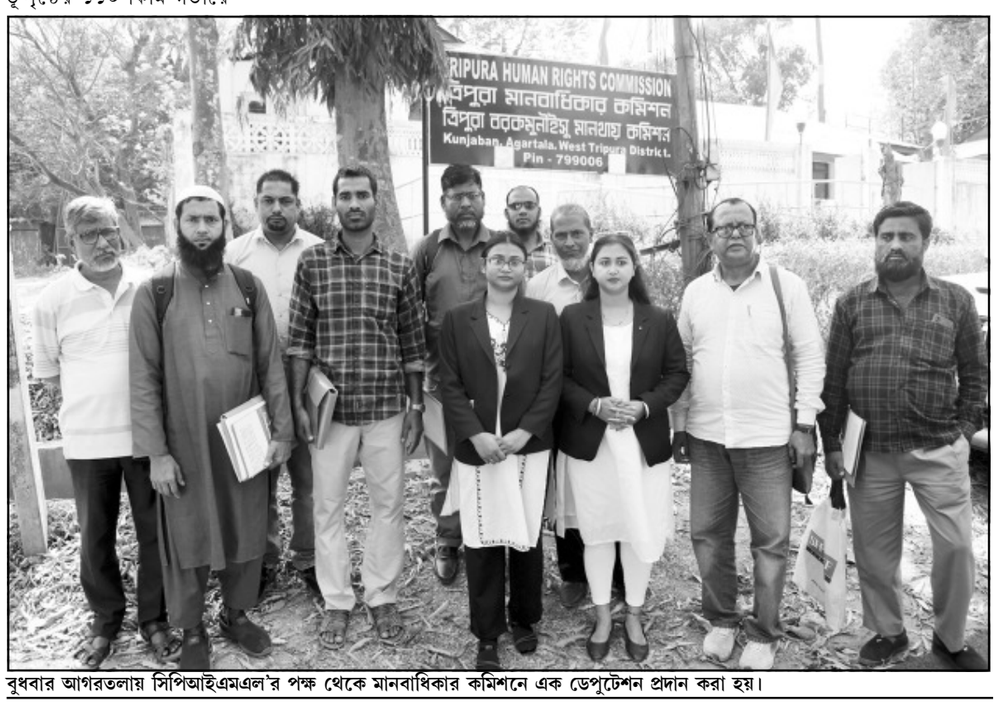

বুধবার আগরতলায় সিপিআইএমএল'র পক্ষ থেকে মানবাধিকার কমিশনে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

এমডব্লুসি ২০২৫-এ ভারতের টেলিকম ক্ষেত্রের রূপান্তরের কথা তুলে ধরেছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি ও বার্সিলোনা, ৫ মার্চ (হি.স.): এমডব্লুসি ২০২৫-এ ভারতের টেলিকম ক্ষেত্রের রূপান্তরের কথা তুলে ধরেছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো বুধবার জানিয়েছে এই বিষয়ে। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, 'কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া স্পেনের বার্সিলোনায় আয়োজিত মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেস (এমডব্লুসি ২০২৫) পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন সংস্থার সিইওদের সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় বৈঠকে যোগ দেন তিনি। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন শ্রী সিন্ধিয়া।

মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেস ২০২৫-এ ভারতের টেলিকম ক্ষেত্রে রূপান্তরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের দ্রুত ৫জি ব্যবস্থাপনা, বিশ্বের সবচেয়ে কম ডেটা তালিকা, শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দেশীয় ৪জি/৫জি ব্যবস্থাপনার কথা এই সম্মেলনে তুলে ধরা হয়।

মন্ত্রী 'গ্লোবাল টেক গভর্নেন্স: রাইজিং টু দ্য চ্যালেঞ্জ' এবং 'ব্যালেন্সিং ইনোভেশন অ্যান্ড রেগুলেশন: গ্লোবাল পার্সপেক্টিভস অন টেলিকম পলিসি' শীর্ষক অধিবেশনগুলিতে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি, স্থায়িত্ব ও বিশ্বাস ভারতের প্রযুক্তিগত শাসনের মূল নীতি। তিনি দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সেবায় আধার ও ভারত নেটের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন।

সফরকালে মন্ত্রী ভারত প্যাভিলিয়ন পরিদর্শনের সময় ভিভিডিএন-এর দেশে তৈরি নকশা এবং এআই ভিত্তিক ওয়াইফাই ৭-এর উদ্বোধন করেন। তিনি কোয়ালকম, সিসকো, ম্যাভেনির, এরিকশন, নোকিয়া, এয়ারটেল, বিএসএনএল, সিডিওটি, টিইপিসি-এর মতো সংস্থাগুলির শীর্ষস্থানীয় নেতা ও মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকদের সঙ্গে নৈশভোজকালীন বৈঠকে মিলিত হন।

এফসিসি-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি ৫জি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং পরবর্তী প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তির অত্যাধুনিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির বুথও পরিদর্শন করেন জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া।

এমডব্লুসি ২০২৫-এ মন্ত্রীর অংশগ্রহণ ডিজিটাল পরিকাঠামো উন্নয়নে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ভারতের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করতে সহায়ক হবে এই সম্মেলন।'

শেয়ার বাজার খুলতেই হু হু করে চড়ল সেনসেক্স

মুম্বই, ৫ মার্চ (হি.স.): কয়েকদিনেই লাখ লাখ কোটি টাকা খোয়া গিয়েছে বিনিয়োগকারীদের। থামছিলই না শেয়ার বাজারে রক্তক্ষরণ। অবশেষে সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে মিলল স্বস্তি। তরাক করে লাফিয়ে উঠল সেনসেক্স ও নিফটি।বিনিয়োগকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে বুধবার ৯০০ পয়েন্টের লম্বা লাফ দিল সেনসেক্স। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটিও। বুধ সকালে দালাল স্ট্রিটে মতিগতি দেখে বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, অতীতের রক্তক্ষরণ কাটিয়ে এবার ভালো সময় আসতে চলেছে বাজারে।বুধবার শেয়ার বাজার খুলতেই হু হু করে চড়ে সেনসেক্স। বিএসই সেনসেক্স ৫৬৪.৮০ পয়েন্ট বেড়ে ৭৩,৫৫৪.৭৩ অঙ্কে পৌঁছয়। পাশাপাশি এনএসই নিফটি সূচকও বাড়ে। ১৭৬.৬৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ২২,২৫৯.৩০ অঙ্কে পৌঁছয়।মঙ্গলবার শেয়ার বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্সের সূচক ছিল ৭২,৯৮৯.৯৩-তে, টানা ১০ দিন ধরে ক্ষতির মুখে ছিল বাজার। নিফটি ৫০-র সূচকেও ৩৬.৬৫ পয়েন্ট পতন হয়ে ২২,০৮২.৬৫ -এ পৌঁছয়।সেনসেক্সের সূচক বাড়তেই টাটা স্টিল, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, এইচসিএল টেকনোলজি, টেক মাহিন্দ্রা, আদানি পোর্টস, টাটা মোটরস, পাওয়ার গ্রিড, এনটিপিসি, ইনফোসিস, টাটা কনসাল্টেন্সি সার্ভিস ও ভারতী এয়ারটেল লাভের মুখ দেখেছে। তবে বাজাজ ফিন্যান্স, বাজাজ ফিনসার্ভ, আল্ট্রাটেক সিমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ক্ষতির মুখে পড়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১১ মার্চের জনসভাকে সফল করতে সাংগঠনিক বৈঠক কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চভারতীয় জনতা পার্টির বিবেকানন্দ ময়দানের প্রকাশ্য সমাবেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জাতীয় কংগ্রেস আগামী ১১ মার্চ প্রকাশ্য সমাবেশ করতে চলেছে। উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় যুব নেতা কানাইয়া কুমার। কংগ্রেসের এই প্রকাশ্য সমাবেশকে কেন্দ্র করে চলছে ব্যাপক প্রচার।

আজকে জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে দুর্লভ নারায়ন বাজারে কংগ্রেস অফিসে কংগ্রেসের হয় এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সাংগঠনিক সভা উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি দীপক চক্রবর্তী, সহ আরো অন্যান্যরা। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা আশীষ কুমার সাহা জানান, দলীয় এই সমাবেশ সফল করার জন্য এই সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় কংগ্রেসের জনসভাকে সফল করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপশি ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জরুরি: মেয়র

আগরতলা, ৫ মার্চ: পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। আজ এই কথা বলেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি আজ অরুন্ধতী নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে মেয়র দীপক মজুমদারের সাথে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর অলক রায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুরুতে স্কুলের কচিকাঁচারা মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে এবং বিভিন্ন ধরনের যোগা প্রদর্শন করে। এর পরপরই শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে এবং তাদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে। তিনি আরো বলেন, এ ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাত্রদের জন্য অনেক দিক থেকে উপকারী, যা তাদের ভবিষ্যত জীবনে সাহায্য করবে।

আজকের এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা। আজকের এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে ঘিরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

স্নান করতে গিয়ে গোমতী নদীতে তলিয়ে গেল বহি:রাজ্যের শ্রমিক, তল্লাশি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ: গোমতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেছেন পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার বাসিন্দা বহিঃরাজ্যের শ্রমিক মনোজ স্বর্ণাকার। তার বয়স আনুমানিক ৩৯ বছর। তিনি করবুক মহকুমার লেবাছড়ি ভিলেজের সূত্রধর পাড়ায় সহকর্মীদের সঙ্গে বসবাস করতেন। বুধবার দুপুরে স্নান করতে গিয়ে গোমতী নদীতে তলিয়ে যান মনোজ। তার সহকর্মীরা জানিয়েছেন, স্নানের আগে তিনি মাদক সেবন করেছিলেন এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নদীতে নামেন। তাই সকলের ধারণা, নেশার ঘোরে স্নান করতে গিয়ে নদীতে ডুবে গেছেন।

এ ঘটনায় খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী নদীতে তল্লাশি শুরু করেছে। তবে এখনও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ শ্রমিকের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় বলে জানা গেছে।

কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বাজেট-পরবর্তী ওয়েবিনারে বুধবার যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বাজেট-পরবর্তী ওয়েবিনারে বুধবার যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে এই বিষয়ে।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার দুপুর দেড়টায় ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বাজেট-পরবর্তী ওয়েবিনারে যোগ দেবেন। মূল আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে মানবসম্পদ, অর্থনীতি এবং উদ্ভাবন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। কর্মসংস্থানের প্রসার সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রীর দিশানির্দেশ অনুযায়ী এক্ষেত্রে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ওয়েবিনারে সরকার, শিল্পমহল, শিক্ষাসমাজ এবং নাগরিকদের সমন্বয় এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজেটের প্রস্তাবগুলির কার্যকর রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা হবে। পরিবেশ-বান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে ওঠা এবং প্রাণবন্ত কর্মীগোষ্ঠী ২০৪৭ নাগাদ বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম চাবিকাঠি।

শিবরাজ সিং চৌহানের জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): শিবরাজ সিং চৌহানের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার তিনি

শুভেচ্ছা জানান তাঁব মন্ত্রিসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীকে।

তিনি জানান, বিজেপির কর্মঠ নেতা এবং সরকারে আমার সহকর্মী শিবরাজ সিং চৌহানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। উনি দেশের কৃষিব্যবস্থা ও কৃষক ভাই-বোনদের কল্যাণের পাশাপাশি গ্রামের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ঈশ্বরের কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন প্রার্থনা করি।

জন্মবার্ষিকীতে বিজু পট্টনায়ককে স্মরণ নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়কের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানান, বিজু বাবুর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করি। ওড়িশার উন্নয়ন এবং জনগণের ক্ষমতায়নে তাঁর অবদানকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করি। তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিও দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তিনি জরুরি অবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি ও লন্ডন, ৫ মার্চ (হি.স.): ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। জানা গেছে, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর লন্ডনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং দু-দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ আরও প্রসারিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এই বৈঠকের পর এস জয়শঙ্কর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করে জানান।

কারখানা আইন ১৯৪৮ নিয়ে কৈলাসহরের মনুভ্যালী চা বাগানে সচেতনতা শিবিরে মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ মার্চ: কারখানা আইন ১৯৪৮ নিয়ে আজ কৈলাসহরের মনুভ্যালী চা বাগানে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্যরা। ফ্যাক্টরিজ এন্ড বয়লার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে কারখানা আইন ১৯৪৮ অনুযায়ী কাজের সময়সূচী, অতিরিক্ত কাজ ইত্যাদি বিষয়ে শ্রমিকদের নিয়ে সচেতনামূলক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কৈলাসহর মনুভ্যালি চাবাগানে।

শত শত শ্রমিকদের উপস্থিতিতে এই সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী টিংকু রায়। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিফ ইন্সপেক্টর ফ্যাক্টরিজ সূর্য পাল মজুমদার, সেফটি আধিকারী একে কুণ্ডু, সিনিয়র ম্যানেজার সন্তোষ নারায়ন পান্ডে, জেলা শ্রম দপ্তরের আধিকারিক রতন রায় প্রমূখ।

কারখানা আইন ও বিধি অনুসারে শ্রমিকরা কি কি সুবিধা পেতে পারে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় ত্রিপুরা সরকার বদ্ধপরিকর। কারখানা আইন ১৯৪৮ অনুযায়ী শ্রমিকরা কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে সরকার ও মালিকপক্ষ কি করণীয়, এবং তাদের পরিবারের কি সহায়তা করা যায় সেই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন মন্ত্রী টিংকু রায়। শ্রমিকদের সর্বক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানে রাজ্য সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করছে সেই বিষয়টি যেন মালিকপক্ষ নজরে আনেন এই আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে রাউৎখলা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ মার্চ: আগামী ৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অঙ্গ হিসেবে বুধবার রাউৎখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জনপ্রিয় গ্রামীন সংগঠনে সদস্যারা মিলে নারী দিবস পালন করেন।এই দিনটিকে উদযাপিত করতে জনপ্রিয় গ্রামীন সংগঠনের সদস্যাদের মধ্যে নাচ গান আবৃত্তি ও নানা প্রতিযোগিতা মূলক খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

নারী দিবস উপলক্ষে জনপ্রিয় গ্রামীন সংগঠনের সভানেত্রী সুচিত্রা রায় চৌধুরী গ্রামীন সংগঠনের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে উলের তৈরি বিভিন্ন প্রোডাক্টের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।এই দিন নারী ক্ষমতায়ন ও নারী দিবসের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন গ্রামীন সংগঠনের সদস্যা সুমনা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহিলা ক্লাস্টারের কো অর্ডিনেটর দেবশ্রী সাহা সহ বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা।

রেগার বকেয়া ৮

● প্রথম পাতার পর

সম্ভব হতে পারে বলে সাংসদ কৃতী সিং দেববর্মাকেও আশ্বাস দেন খোয়াই জেলা শাসক।

যদিও সাংবাদিকদের দেওয়া সাক্ষাৎ পর্বে সাংসদ কৃতী সিং দেববর্মা অথবা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা রেগার বকেয়া টাকা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি লাইনও খরচ করেননি। কৃতী সিং দেববর্মা বলেন, যেহেতু সামনেই বর্ষা আসছে তাই বন্যা নিয়ন্ত্রন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে মুলত দিশা বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তিনি আশা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন আগামী ৬ মাসেই স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধন হবে। সমস্ত বিধায়করা রয়েছেন তার সাথে। যদিও উনার ডানে ও বামে তখন তিপ্রা মথার একজন বিধায়ক এবং একজন এমডিসি ছিলেন। যদিও তিনি একজন বিজেপি সাংসদ। এদিকে দিশা বৈঠক শেষে বিজেপি সাংসদ কৃতী সিং দেববর্মা খোয়াই রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর এবং মহারাণী কাঞ্চন প্রভা দেবী'র মর্মর মূর্তির সামনে সময় কাটান। সঙ্গে ছিলেন তিপ্রা মথা পার্টির নেতৃত্বরা।

সন্ত্রাসের মাধ্যমে

● প্রথম পাতার পর

যে জগদ্দল পাথরটাকে রাজ্য থেকে সরানো হয়েছে সেই কালো দিন যাতে আর রাজ্যে ফিরে না আসে তার প্রতি নজর রাখতেও বলেন রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলেন তার নেতৃত্বে কল্যাণপুর থেকে আস্তাবল ময়দানের সভায় জন সমুদ্র হবে। রাজীব ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখার আগে ভাষণ দেন প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী প্রমুখ। বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল করে মানুষ সভায় আসে। বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন সমাবেশ দেখেই স্পষ্ট যে কল্যাণপুরে বিরোধীদের কোন স্থান নেই। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী নানা উন্নয়ন মূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরে জানান বিগত সরকার ও বর্তমান সরকার এর ফারাক এর কথা। বর্তমান সরকার যে সবার বিকাশ সবার উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে সেটা বিধায়কের বক্তব্যে ফুটে উঠে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে অফিস

● প্রথম পাতার পর

বেতন প্রদান করা হয়ে থাকে। এবিষয়ে সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে কথা বললে বকেয়া বেতন নিয়ে তালবাহানা করেন। তাই আজ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৫০০ শতাধিক কর্মী জয়নগরস্থিত সংস্থার বাইরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। তাঁদের দাবি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা।

ইসবপুর পঞ্চায়েতে অনাস্থা

● প্রথম পাতার পর

উপস্থিত ছিল বিজেপি দলের পাঁচজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য ও সিপিআইএম দলের পাঁচজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে একজন পঞ্চায়েত সদস্য বাকি চারজন অনুপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি কংগ্রেস দলের একজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত ছয়জন পঞ্চায়েত সদস্য প্রধান মনুজ পালের বিপক্ষে ভোট দান করেন। যার কারণে প্রধান মনুজ পাল ৬ ভোটে পরাজিত হন।

মায়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

জন্য মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। আজ ময়নাতদন্তের পর গৃহবধূর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

১৯ বাংলাদেশী সহ ৩ ভারতীয়

● প্রথম পাতার পর

নাগরিককে আটক করা হয়েছে। যাদের মধ্যে একজন ভারতীয় দালালও রয়েছে। সোনামুড়া থানাধীন কুলু বাড়ি, আমতলী থানাধীন জয়নগর এলাকা, এয়ারপোর্ট থানাধীন এলাকা, আমতলী থানাধীন লঙ্কামুড়া, খোয়াই থানাধীন তেলিয়ামুড়া রেলওয়ে স্টেশন, ধর্মনগর থানাধীন মালাকারবস্তি এবং উত্তর ত্রিপুরা থানাধীন চুরাইবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাদের আটক করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৭ লক্ষ টাকা এবং ৬৩, ০০০ টাকা মূল্যের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মাদক, চাল এবং অন্যান্য চোরাচালান সামগ্রী জব্দ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সীমান্তে চোরাচালান এবং অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধে এবং প্রতিপক্ষের সাথে আরও ভালো সমন্বয়ের জন্য, বিএসএফ ২৯টি একযোগে সমন্বিত টহল পরিচালনা করেছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিজিবির সাথে একাধিক সীমান্ত সমন্বয় সভা আয়োজন করেছে। যার ফলে সীমান্ত এলাকায় অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে সমর্থ হচ্ছে বিএসএফ জওয়ানরা।

কোটি টাকা

● প্রথম পাতার পর

জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বিভিন্ন জটিল

● প্রথম পাতার পর

ইন্দ্রনগরের বাসিন্দা বিপ্লব পালের ছেলে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনায় শ্রীপালের ছেলের ডান হাত ভেঙে যায় এবং ডান পা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি আইএলএস হাসপাতালে তার অপারেশন করা হয়েছে। বিপ্লব পাল তার ছেলের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আর্জি জানালে মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারের সাথে কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ আগরতলার ভাটি অভয়নগরের সন্ধ্যা দাস, ভট্ট পুকুরের শঙ্কর চন্দ্র দাস, দক্ষিণ রামনগরের জয় সরকার, টাকারজলার পাঠালিয়াবাড়ির মনীষ দেব বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে জিবি হাসপাতালের ডেপুটি সুপারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাছাড়াও জমি সংক্রান্ত সমস

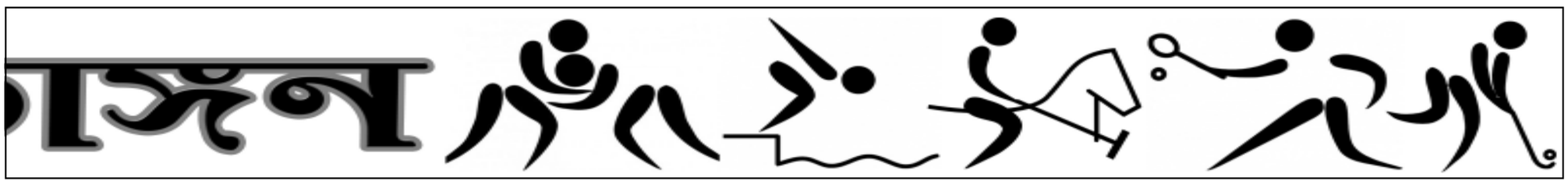

জাতীয় ক্রিকেটে অম্বেষার পারফরম্যান্স জয় দিয়ে দারুন শুরু ত্রিপুরার

ত্রিপুরা - ১৫৭ বিহার - ১৩৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দলের বিহার জয়। দারুন জয় দিয়ে আসর শুরু করলো ত্রিপুরা। দলনায়িকা অম্বেষা দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এবং মেঘা সরকারের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে বিহারের বাধা টপকালো ত্রিপুরা। ২১ রানে জয় পেলো ত্রিপুরা। নাগপুরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-২৩ বালিকাদের একদিবসীয় ক্রিকেটে। জামথার বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার ১৫৭ রানের জবাবে বিহার ১৩৬ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার অধিনায়িকা অম্বেষা দাস প্রথম ব্যাট হাতে ৩৩ রান করার পর বল হাতে বিপক্ষের ৫ উইকেট তুলে নিয়ে ত্রিপুরাকে আসরের প্রথম ম্যাচে জয় এনে দেন। এছাড়া মেঘা সরকার করেন ৪১ রান।এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেলে দলীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় বড় স্কোর করতে ব্যর্থ হয়েছে ত্রিপুরা। দলের হয়ে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা মেঘা সরকার এবং চার নম্বরে ব্যাট করতে নামা দল নায়িকা অম্বেষা দাস যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে ত্রিপুরার স্কোর ১০০ রানের গন্ডি পার হওয়া কষ্ট হতো।

মেঘা ৮৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ এবং আম্বেষা ৫৬ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রান করেন। এছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে দেবাদ্রিতা দেব ১৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬, অনামিকা দাস ৫৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং অন্তরা দাস ৩২ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। অতিরিক্ত ১৯ রানের কাঁধে ভর দিয়ে ত্রিপুরা ১৫৭ রান করে। বিহারের পক্ষে আর্য্য ৩৮ রানে তিনটি, তেজস্বী ছাব্বিশ রানে রচনা সিং ২৯ রানে এবং কোমল কুমারী ২৬ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে শুরুতে ক্রমাগত উইকেট হারাতে থাকে বিহার।

একসময় ৬১ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে ছিলো বিহার। ওই অবস্থায় নিক্কি কুমারী এবং আর্য্য কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিলো না। শেষ পর্যন্ত ৪৩. ৫ ওভার ব্যাট করে বিহার গুটিয়ে যায় ১৩৬ রানে। দলের পক্ষে আর্য্য ৫৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, নিক্কি কুমারী ৪৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪,দলনায়িকা যশীতা সিং ২৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং তেজস্বী ১৮ বল খেলে ১১ রান করেন। ত্রিপুরার বোলারদের সামনে ২২ গজে বিহারের আর কোনও ব্যাটসম্যান মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১০ রান। ত্রিপুরার পক্ষে অম্বেষা দাস ৩২ রানে ৫ টি উইকেট দখল করেন। ৭ মার্চ আসরে ত্রিপুরার দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ।

৭৩-তম অল ইন্ডিয়া মহিলা পুলিশ ফুটবল ফাইনালে আজ আসাম রাইফেলস-এসএসবি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৭৩তম অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবলের মহিলা বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এতে আসাম রাইফেলস ও এস এস বি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ত্রিপুরা পুলিশ আয়োজিত ৭৩তম বি এন মল্লিক মেমোরিয়াল অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ এখন এক্কেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে। গ্রুপ লীগের খেলা শেষে বিজয়ী দল সমূহ মূল পর্ব অর্থাৎ সেমিফাইনালের লড়াইয়ে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটায় প্রথম সেমিফাইনালে আসাম রাইফেলস ৪-০ গোলের ব্যবধানে উড়িষ্যা কে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। সকাল সাড়ে নয়টায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এস এস বি ৬-০ গোলের বড় ব্যবধানে মনিপুরকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার টিকিট পেয়েছে। উল্লেখ্য, আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) সকাল সাতটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামেই অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল টুর্নামেন্টের মহিলা বিভাগের তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচে বিজিত দুই দল উড়িষ্যা ও মনিপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, সাত মার্চ বিকেলে ওই স্টেডিয়ামেই এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। বলাবাহুল্য, ওইদিন সকাল আটটায় একই স্টেডিয়ামে একটি প্রদর্শনী মহিলা ফুটবল ম্যাচও অনুষ্ঠিত হবে।

এতে অল ইন্ডিয়া মহিলা পুলিশ টিম এবং অল ইন্ডিয়া মহিলা সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স টিম পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ফাইনাল ম্যাচ এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ক্রীড়া প্রেমীদের মাঠে উপস্থিত থেকে উপভোগ করতে উদ্যোক্তা হিসেবে ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ফটিকরায়ে শুরু আকর্ষণীয় প্রাইজের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি কুমারঘাট। ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে প্রথম বারের মতো শুরু হলো নৈশকালিন ক্রিকেটের আসর। ফটিকরায় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের মাঠে ফটিকরায় প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মঙ্গলবার রাতে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক সুধাংশু দাস। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ফটিকরায় ও রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই প্রধান সুমিতা কর, ও প্রিতম বিশ্বাস, খেলা কমিটির সভাপতি সুমন দাস সহ অন্যান্যরা। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে মোট ২৪ টি দল অংশ নেয়। সেভেন এ সাইড এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের জন্য রয়েছে এক লক্ষ টাকা এবং রানার্সদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার নগদ পুরুস্কার ও সঙ্গে উভয়ের জন্য সুদৃশ্য ট্রফি। টুর্নামেন্টকে ঘিরে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে এলাকার ক্রীড়া প্রেমীদের মধ্যে। প্রথম দিন উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় মাই চয়েস এবং টপ ভিউ ওয়ান দল। টসে ধর্মনগরের মাই চয়েজ জিতলেও প্রথম খেলায় ফিল্ডিংএর সিদ্ধান্ত নেয় ধর্মনগর। প্রথম ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেয় কৈলাশহরের টপ ভিউ। দ্বিতীয় পর্যায়ের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় রাজনগর গ্রাউণ্ড স্টার এবং পিচ পেস্থার্সের মধ্যে। দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় ৫৪ রানে জয় পায় রাজনগরের গ্রাউণ্ড স্টার। এদিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, এলাকার খেলোয়াড়দের মেধাকে তুলে ধরতেই এধরনের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন। এর থেকে আগামী দিনে খেলাধুলার দিকে যুব সমাজ আরো উৎসাহিত হবে বলে বক্তব্যে আশা ব্যাক্ত করেন মন্ত্রী।

দল নির্বাচন নিয়ে লোকে কী বলল পাত্তাই দিই না! গম্ভীর

চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চারটি ম্যাচ খেলে ১০৪ রান করেছেন রোহিত শর্মা। ফর্মের বিচারে খুব একটা ভাল জায়গায় নেই বলে সমালোচনা শুনতে হচ্ছে। পাশাপাশি, লেগ স্পিনের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলির দুর্বলতা নিয়েও কথা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ওঠার পর দুই ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়িয়ে যাবতীয় সমালোচনা উড়িয়ে দিলেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচ ব্যাখ্যা করেছেন কেএল রাহুলকে খেলানোর কারণও।

গম্ভীর বলেছেন, "আপনারা রান বা পরিসংখ্যান দেখে রোহিতের বিচার করেন। আমরা ওর প্রভাবটা দেখি। এটাই পার্থক্য। দেখুন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল আসছে। তার আগে কী বলতে পারি? যদি আপনার দলের অধিনায়ক ও রকম আগ্রাসন নিয়ে ব্যাট করে তা হলে সাজঘরের জন্য সেটা খুব ভাল ইঙ্গিত। এটাই প্রমাণ করে আমরা সাহসী এবং ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে চাই। সাংবাদিকেরা শুধু সংখ্যা এবং গড় নিয়ে ভাবেন। দল হিসাবে আমরা ও দিকে তাকাই না। অধিনায়ক সবার আগে হাত তুলে দায়িত্ব নিতে চাইলে তার থেকে ভাল কিছু হয় না।"

মঙ্গলবার অ্যাডাম জাম্পার বলে ফিরে গিয়ে শতরান হাতছাড়া হয়েছে কোহলির। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ষষ্ঠ বার জাম্পার বলে ফিরলেন তিনি। লেগ স্পিনের বিরুদ্ধে এখনও কি দুর্বলতা রয়েছে কোহলির? প্রশ্ন শুনেই বিরক্ত হলেন গম্ভীর।

ভারতীয় কোচের সটান জবাব, "আপনি ৩০০টা ম্যাচ খেললে কয়েক বার তো স্পিনারের বলেও আউট হবেন। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। ও এই প্রতিযোগিতায় শতরান করেছে। একটা ম্যাচে ৮০ রান করেছে। রান পেলে কোনও না কোনও বোলারের বলে আউট তো হতে হবেই। তাই লেগ স্পিনের বিরুদ্ধে কেন কোহলি আউট হয়েছে তা নিয়ে কাটাছেঁড়া করা অনর্থক। ৩০০টা এক দিনের ম্যাচ খেললে নির্দিষ্ট কিছু বোলারের বিরুদ্ধে আউট হতেই হবে।"

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রতিটি ম্যাচেই উইকেটকিপার হিসাবে খেলেছেন কেএল রাহুল। ঋষভ পন্থকে সাজঘরেই বসে থাকতে হচ্ছে। সিদ্ধান্তের পিছনে গম্ভীরের ব্যাখ্যা, "এক দিনের ক্রিকেটে কেএলের গড় ৫০-এর মতো। এটাই উত্তর। লোকে দল নির্বাচন নিয়ে কী বলছে পাত্তাই দিই না। আমার কাজ হল ১৪০ কোটি ভারতবাসী এবং সাজঘরে আমার ক্রিকেটারদের প্রতি সৎ থাকা। তাতে মানুষ কী বলল, কেন বলল তা নিয়ে ভাবি না।"

টানা চারটি ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠলেও ভারত কোনও ম্যাচে নিখুঁত খেলেছে বলে বিশ্বাস করেন না গম্ভীর। তাঁর কথায়, "দেখুন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রোজ উন্নতি করতে হয়। আপনি কখনও বলতে পারেন না সব ঠিকঠাক আছে। প্রতিটা ম্যাচে উন্নতির জায়গা থাকে। সে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং যা-ই হোক না কেন। এখনও আমরা নিখুঁত ম্যাচ খেলতে পারিনি। এখনও একটা ম্যাচ বাকি। আশা করি সেটায় নিখুঁত খেলতে পারব। আমি এমন এক জন কোচ, যে কখনওই তৃপ্ত হয় না। প্রতি দিন উন্নতিই আমার কাছে শেষ কথা।"

সচিনের কীর্তি স্পর্শ বিরাটের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে ৮৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস এল বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের জয় এনে দিল তাঁর ইনিংস। একই সঙ্গে আরও একটি কীর্তি গড়লেন কোহলি। রান তাড়া করতে নেমে এক দিনের ক্রিকেটে ৮০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন তিনি। রান তাড়া করার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসাবে বিবেচনা করা হয় কোহলিকে। তা যে শুধু কথার কথা নয়, তার প্রমাণ কোহলির পরিসংখ্যান। সচিন তেন্ডুলকরের পর বিশ্বের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে রান তাড়া করতে নেমে ৮০০০ রান পূর্ণ করলেন কোহলি। ১৭০টি ম্যাচে এই সাফল্য অর্জন করলেন তিনি। রান তাড়া করতে নেমে সচিন ২৪২টি ম্যাচে করেছেন ৮৭২০ রান। তাঁর স্ট্রাইক রেট ৮৮.৪। কোহলি রান তাড়া করতে নেমে ৮০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন ৯৩.৩ স্ট্রাইক রেটে। এ ক্ষেত্রে কোহলির গড় ৬৪.৭১। রান তাড়া করতে নেমে এখনও পর্যন্ত ২৪টি শতরান করেছেন কোহলি। সচিন করেছিলেন ১৪টি শতরান।

উদয়পুরে জেলাভিত্তিক প্রতিভা অন্বেষণ শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামী ২১ থেকে ২৩শে মার্চ তিন দিন এবছরের রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া ও প্রতিভা অন্বেষণ শিবির শুরু হতে চলেছে রাজধানী আগরতলায়। রাজ্যভিত্তিক এই শিবিরকে সামনে রেখে গোমতী জেলা ভিত্তিক প্রতিভা অন্বেষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। এতে উদয়পুর, অমরপুর ও করবুক মহকুমা থেকে ১০৪ জন নির্বাচিত খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়েও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অতিথিরা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবাল দেব রায়, উদয়পুর পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সবিতা নাগ ও সানি সাহা সহ ক্রীড়া ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন রাজ্য সরকার তৃণমূল থেকে খেলোয়ারদের তুলে আনার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রতিভা অন্বেষণ শিবির শুরু। যত বেশি করে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা যায় ততই ভালো। নতুবা আগামী দিন হারিয়ে যাবে ছেলেমেয়েরা। দেখা গেছে বসে থাকতে থাকতে একটা অংশে ছাত্র যুবকরা নেশায় আসক্ত হচ্ছে। তাই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল থেকে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খেলায় আসক্ত করে তুলে আনা। তাতে করে একদিকে যেমন ছেলেরা বা মেয়েরা বিপথগামী হবে না, তেমনি রাজ্যকে গড়ে তুলতে তাদের ভূমিকা অগ্রণী হিসেবে থাকবে। রাজ্যভিত্তিক যে প্রতিভা অন্বেষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে সেখানে গোমতী জেলা সুনাম অর্জন করবে ছাত্র-ছাত্রীরা এই আশা ব্যক্ত করেন এদিন। অনূর্ধ ১০ বৎসর বালক ও বালিকারা অ্যাটলেটিক্স ও ফুটবল এবং অনূর্ধ ১৪ বছরের বালক ও বালিকারা কাবাডি ও খুকু প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে বুধবার জেলাভিত্তিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে।

চড়িলামে শুরু নৈশকালীন নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি চড়িলাম। চড়িলাম পুরান বাজার সংলগ্ন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মিনি স্টেডিয়ামে শুরু হলো চড়িলাম নকআউট প্রাইজ মানি দিবারাত্র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বুধবার সন্ধ্যায় পতাকা উত্তোলন করে এই টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয় সওয়াল। সঙ্গে ছিলেন চড়িলাম প্রিমিয়ার লিগের সভাপতি বিপ্লব সাহা, টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান তাপস দাস সম্পাদক প্রণব দেবনাথ। উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করে বিশালগড় দেব জেরক্স বনাম নলজলা। ৮ ওভারের খেলা। এন্টি ফি ১৫০০ টাকা। ১৯ টি দল অংশগ্রহণ করেছে এই টুর্নামেন্টে। চ্যাম্পিয়নস দলকে দেওয়া হবে প্রাইজমানি বাবদ ৩০০০০ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি ও রানার্স দলকে দেওয়া হবে ২০০০০ হাজার টাকাসহ ট্রফি। জানিয়েছেন নক আউট প্রাইজ মানি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চেয়ারম্যান তাপস দাস। বিশালগড় মহকুমার আপামর ক্রিকেটপ্রেমীদের নকআউট দিবারাত্র প্রাইজমানি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে টুর্নামেন্ট কমিটি।

অনূর্ধ-১৩ রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আগামীকাল খোয়াই-ধর্মনগর, উদয়পুর-সদর এ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৭ মার্চ, শুক্রবারে। সেমিফাইনালে বাড়তি সুবিধা পাবে উদয়পুর মহকুমা। খেলবে ঘরের মাঠে। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উদয়পুর মহকুমা খেলবে সদর "এ "র বিরুদ্ধে। জামজুরি মাঠে হবে ম্যাচটি। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট। এদিন অপর সেমিফাইনালে খোয়াই মহকুমা খেলবে ধর্মনগর মহকুমার বিরুদ্ধে। শান্তির বাজারের বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেতে চার দলই জোড় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। কাগজে-কলমে সেমি ফাইনালে ফেভারেট হিসেবেই মাঠে নামবে খোয়াই মহকুমা এবং উদয়পুর মহকুমা। সদর "এ"র বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে মূলত পার্থক্য গড়ে দিতে পারে উদয়পুর মহকুমার সেরা অলরাউন্ডার শ্রীমন দেবনাথ। ইতিমধ্যে আসরে দুটি শতরান এবং দুটি অর্ধশতরান করে সর্বোচ্চ রানের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। তবে সদর " এ " র ক্রিকেটার-রাও কড়াঐ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে প্রস্তুত। ফলে দুই মাঠেই লড়াই হবে জমজমাট।

না জেতা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না রোহিত

টানা তৃতীয় বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠেছে ভারত। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে তারা। বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ার, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পাণ্ড্যদের ব্যাটে সহজে ম্যাচ জিতলেও না জেতা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না রোহিত শর্মা। এই জয়ের কৃতিত্ব গোটা দলকে দিয়েছেন তিনি।

১১ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে ভারত। ম্যাচ শেষে রোহিত বলেন, "না জেতা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। ওদের ইনিংস শেষ হওয়ার পর মনে হচ্ছিল, জিততে গেলে আমাদের ভাল ব্যাট করতে হবে। আমরা সেটাই করেছি। সকলে ঠান্ডা মাথায় খেলেছে। জেতা ছাড়া আমাদের মাথায় কিছুই ছিল না।"

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে এই দুবাইয়ের মাঠেই ২৫০ রান তাড়া করতে গিয়ে ৪৪ রানে হেরেছিল নিউ জিল্যান্ড। এই ম্যাচে ভারতের সামনে লক্ষ্য ছিল ২৬৫ রান। এই পিচে কি সেটা খুব কঠিন ছিল? রোহিতের জবাব, "আমার মনে হয়েছে নিউ জিল্যান্ড ম্যাচের তুলনায় এই ম্যাচে পিচ ভাল ছিল। আমরা শুধু ভাল ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করেছি। পিচ নিয়ে ভাবি না। যে পিচেই খেলি, জেতার চেষ্টা করি। এই ম্যাচেও সেটাই করেছি।"

এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ছয় বোলার খেলাচ্ছে ভারত। তাতে অধিনায়ক হিসাবে তাঁর কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন রোহিত। তিনি বলেন, "আমরা এটাই চেয়েছিলাম। ছয় বোলারের পাশাপাশি আট ব্যাটার খেলাতে চেয়েছিলাম। সেটা মাথায় রেখেই দল নির্বাচন করেছি। ছ'জন বোলার থাকলে অধিনায়কের কাজ সহজ হয়ে যায়। প্রত্যেকে ভাল বল করেছে। নতুন বলে শামি, মাঝের ওভারে স্পিনারেরা উইকেট নিয়েছে। সকলে মিলে আমরা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছি।"

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন বিরাট কোহলি। ৮৪ রান করেছেন তিনি। আরও একটি শতরান করতে পারতেন কোহলি। কিন্তু বাজে শট খেলে আউট হয়েছেন। ম্যাচের সেরা কোহলির উপর বিশ্বাস ছিল রোহিতের। তিনি বলেন, "কোহলি অনেক বছর ধরে এই কাজটা করছে। তাই আমাদের উপর চাপ ছিল না। ওর আর শ্রেয়সের জুটি আমাদের জেতাতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। শেষ দিকে হার্দিক বড় শট মেরে বাকি কাজটা করেছে। রাহুলও খুব ভাল খেলেছে।"

টানা তিন বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে খেলছে ভারত। রোহিত জানেন, আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠতে হলে গোটা দলকে ভাল খেলতে হয়। সেটাই এ বার হচ্ছে। ফাইনালেও এই ছবি দেখতে চান রোহিত। আপাতত বুধবার বিশ্রাম নিয়ে তার পর ফাইনালের প্রস্তুতি শুরু করতে চান ভারত অধিনায়ক। আরও একটি আইসিসি ট্রফি জিততে মরিয়া তিনি।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই শতরান হাতছাড়া, বললেন কোহলি

৪৩তম ওভারে অ্যাডাম জাম্পার বলটা লং অফে মেরেই মুখটা হতাশায় নামিয়ে নিলেন। তখনই হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন শটের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে। বেন ডোয়ারশুইস বলটি তালুবন্দি করার পর যখন তিনি ফিরে যাচ্ছেন, তখন চিৎকার করে কিছু একটা বলতে দেখা গেল কেএল রাহুলকেও। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে বিরাট কোহলি স্বীকার করে নিলেন, তাড়াহুড়ো করার জন্য শতরান করতে পারেননি।

কোহলি বলেছেন, "যে সময় আউট হয়েছি, তখন শতরান হতে আর ২০ রান মতো বাকি ছিল। আমি চেয়েছিলাম তাড়াতাড়ি সেই রানটা করে নিয়ে আর দু'ওভারের মধ্যে খেলা শেষ করে দিতে। মাঝেমাঝে সে ভাবেই খেলতে চাই। তবে কখনও-সখনও আপনি যেটা চান সেটা কাজে লাগে না।"

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রান তাড়া করে শেষ মুহূর্তে শতরান করে দলকে জিতিয়েছিলেন। মঙ্গলবার দল জিতলেও তিনি শতরান পাননি। তবে পাকিস্তান ম্যাচের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের মিল খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বলেছেন, "পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও একই ভাবে খেলেছিলাম। আসলে ছোটখাটো বিষয়গুলোয় নজর রেখে পিচ অনুযায়ী খেললে সাফল্য পাওয়া যায়। আজ চেয়েছিলাম বড় জুটি গড়তে। সেটা পেরেছি।"

কোহলিকে তৃপ্তি দিয়েছে তাঁর শট খেলার টাইমিংও। বলেছেন, "মরিয়া হয়ে রান তাড়া করার চেষ্টা করিনি। মাঠের এ দিক-ও দিক খুচরো রান নিতে পেরে ভাল লাগছিল। যখন আপনি ফিল্ডিংয়ের ফাঁক খুঁজে খুচরো রান নিতে পারবেন, তখন বুঝবেন ভাল খেলছেন। পাকিস্তান এবং আজকের ম্যাচে আমার কাছে সবচেয়ে তৃপ্তির জায়গা এই বিষয়টাই।"আউট হওয়ার আগে পর্যন্ত কোহলিকে নিয়ন্ত্রিত ক্রিকেট খেলতে দেখা গিয়েছে। মনে হচ্ছিল দাবায় ভেবেচিন্তে চাল দেওয়ার মতো তিনিও ভাবনাচিন্তা করে শট খেলছেন। এ প্রসঙ্গে কোহলির মন্তব্য, "সেমিফাইনাল বা ফাইনালের মতো ম্যাচে চাপ থাকেই। যদি আপনি সময় নিয়ে খেলেন এবং হাতে উইকেট থাকে, তখন বিপক্ষ দল চাপে পড়তে বাধ্য। আমাদের কাছে তখন ম্যাচটা আরও সহজ হয়। ম্যাচ চলার সময় নিয়ন্ত্রণ রাখাটা খুব দরকার। তাই সব সময় আমি মাথায় রাখি, কত রান দরকার এবং কত ওভার বাকি। যদি হাতে ছ'-সাতটা উইকেট থাকে এবং রান ও বলের পার্থক্য ২৫-৩০ হয়ে যায়, তা হলেও চাপে পড়ি না।"

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮৪। ইংল্যান্ড সিরিজেও রান পেয়েছেন। তিনি এখন এক দিনের ক্রিকেটে সেরা ফর্মে? হাসতে হাসতে কোহলির উত্তর, "এটা তো আপনারা ঠিক করবেন। আমি ও সব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই না। মাইলফলকের দিকে না তাকিয়ে দলের জয়ের কথা ভাবলে এ ধরনের জিনিস আপনা থেকেই হতে থাকবে। দল যা চায় সেটা করতে পারলে আমি গর্বিত হই। মাইলফলক আর আকৃষ্ট করে না।"

আইসিসি প্রতিযোগিতায় নজির রোহিতের!

অস্ট্রেলিয়াকে সেমিফাইনালে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠল ভারত। আরও একটি আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সেই সঙ্গে নজির গড়লেন তিনি। রোহিত ছাপিয়ে গেলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, রিকি পন্টিং, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের। রোহিতই একমাত্র অধিনায়ক যিনি আইসিসির চারটি প্রতিযোগিতারই ফাইনালে উঠেছেন। ২০২৩ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিল ভারত। সে বছরই এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল তারা। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠেছিল ভারত। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠল দল। এই চার বারই ভারতের অধিনায়কের নাম রোহিত শর্মা। তিনি ছাড়া বিশ্বের আর কোনও অধিনায়কের এই নজির নেই।

চার বার ফাইনালে উঠলেও রোহিত এখনও পর্যন্ত জিতেছেন একটি। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হয়েছে রোহিতকে। এখন দেখার রবিবারের ফাইনালে রোহিত জিততে পারেন কি না।রোহিত ছাড়া আরও দুই অধিনায়ক চার বার করে আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছেন। ধোনি ও পন্টিং। তবে তাঁরা কেউ আইসিসির চারটি প্রতিযোগিতারই ফাইনালে উঠতে পারেননি। ভারতের অধিনায়ক হিসাবে ধোনি ২০০৭ ও ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১১ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ ও ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠেছিলেন। তার মধ্যে ২০০৭, ২০১১ ও ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি। হারতে হয়েছিল ২০১৪ সালের ফাইনালে। অন্য দিকে পন্টিং অস্ট্রেলিয়াকে ২০০৩ ও ২০০৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ এবং ২০০৬ ও ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে তুলেছিলেন। চার বারই তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

ভারতের আর এক প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ ২০০০ ও ২০০২ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ২০০৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে দলকে তুলেছিলেন। ২০০২ ছাড়া বাকি দু'টি ফাইনাল হেরেছিলেন তিনি। নিউ জিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনও দলকে তিন বার ফাইনালে তুলেছিলেন। ২০১৯ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ, ২০২১ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল নিউ জিল্যান্ড। তার মধ্যে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ছাড়া বাকি দু'টি ফাইনাল হারতে হয়েছিল তাদের।

সীমান্ত সুরক্ষার বিষয় ছাড়াও জনতার সঙ্গে মত বিনিময় করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সীমনা থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত ভারত --- বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। ঘুরে দেখেন তারাপুর, জয়, ভাগলপুর সীমান্ত চৌকি (বি ও পি) এলাকাও। তারাপুর বি ও পি তে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান বি এস এফ' র ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি এ কে শর্মা, বাহিনীর তেলিয়ামুড়া সেক্টরের ডি আই জি টি নরসীমা রেড্ডি এবং ১০৪ নাম্বার ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট নীরজ সিং জামুয়াল। রাজ্যপাল বি ও পিটি পরিদর্শনের পাশাপাশি জওয়ানদের সাথে মতবিনিময়েও অংশ নেন। বাহিনীর এই ১০৪ নাম্বার ব্যাটেলিয়ন ১৯৭১ সালের যুদ্ধে সিলেট জেলায় লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকায় ছিল বলে বি এস এফ' র পক্ষে এখানে রাজ্যপালকে অবগত করা হয়। এছাড়া সেই যুদ্ধ স্মারকের প্রতিক দিয়েও সম্মানিতও করা হয় রাজ্যপালকে।

রাজ্যপাল এখানে বলেন, দেশের সুরক্ষায় সীমান্তে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে কাজ করছে বি এস এফ'। সীমান্ত সুরক্ষায় আগামীদিনেও বি এস এফ অবিচল থেকে কাজ করে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। জয় বি ও পি পরিদর্শনকালে বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবগত করান জওয়ানরা। ভাগলপুর বি ও পি তে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান ৪২ নাম্বার ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট অজয় কুমার। কাটাতারের বেড়া ও ফসলের মাঠকে পাশে রেখে সীমান্ত সড়ক ধরে এগিয়ে চলতে চলতে রাজ্যপাল সীমান্তের স্লুইস গেটও পরিদর্শন করেন।

এছাড়া রাজ্যপাল এদিন ঈশানপুর, ব্রক্ষকুন্ড এবং ভাগলপুর এই তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায় পৃথক মতবিনিময় সভায়ও মিলিত হন। ঈশানপুরের সভাটি হয় ঈশানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ে। ব্রক্ষকুন্ড পঞ্চায়েতের সভাটি হয় ব্রক্ষকুন্ড মুক্তমঞ্চে। বি এস এফ' র ভাগলপুর বি ও পি, র সামনের মাঠে হয় ভাগলপুর পঞ্চায়েতের সভা। তিনটি সভাতেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা, মহকুমা শাসক, ব্লক আধিকারিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ভাগলপুরের সভায় ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাসও। তাছাড়া রাজ্যপালের দিনভর এই সফরে রাজ্যপালের সাথে ছিলেন বি এস এফ' র ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আই জি এ কে শর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডাক্তার বিশাল কুমারসহ বি এস এফ, রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। মতবিনিময় সভাগুলিতে রাজ্যপাল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে অবগত হন। এছাড়া কোথায় কি সমস্যা রয়েছে এসম্পর্কেও খোঁজ নেন তিনি। পাশাপাশি সমস্যাবলি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতেও নিয়ে যাবেন বলে জনগনকে আশ্বস্ত করেন রাজ্যপাল।

আবর্জনার স্তুপে আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ মার্চ।। বুধবার দুপুরে খোয়াই নৃপেন চক্রবর্তী এভিনিউ এলাকায় আবর্জনার স্তুপে আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য। দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ খোয়াই নৃপেণ চক্রবর্তী রোড এলাকায় একটি আবর্জনার স্তুপে হঠাৎ আগুন লাগে। আগুন লক্ষ্য করতে পেরে স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে ছুটে আসে। তাদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারতো বলে অনেকেই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

যান দুর্ঘটনায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ মার্চ।। শান্তিরবাজার নতুন পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একজন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ শান্তিরবাজার নতুন পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন এলাকায় টিআর০১- এএম - ৮২৮২ নাম্বারের বাইক দুর্ঘটনার কবলে পরে। এতে করে বাইকচালক শুভজিত সুর(২৫) জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে গিয়ে গুরতর আহত হয়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তিরবাজার দমকলবাহিনীর কর্মীরা। দমকলবাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানা যায়নি। লোকগুঞ্জনে শোনা যায় একটি অটোগাড়ী বাইকটিকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানতে তদন্তে নেমেছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ।

বিজেপিতে যোগ দিলেন ১৪৩ ভোটার

বরণ করে নিলেন মন্ত্রী সান্তনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পেঁচারথল, ৫ মার্চ।। পেঁচারথল বিধানসভার নালকাটায় আয়োজিত এক যোগদান সভায় ৪৬ পরিবারের মোট ১৪৩ জন ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করেন।

নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বিজেপি দলে স্বাগত জানান মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি সহ অন্যান্যরা।

গোমতী জেলায় শুরু হয়েছে প্রতিভা অন্বেষনা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ মার্চ। বুধবার গোমতী জেলার উদয়পুর, অমরপুর ও করবুক মহকুমায় শুরু হয়েছে প্রতিভা অন্বেষণ শিবির। এই শিবিরে মোট ৩১২ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করছেন, যাদের মধ্যে প্রতিটি মহকুমা থেকে ১০৪ জন করে খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গোমতী জেলার বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, রঞ্জিত দাস, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেব রায় এবং উদয়পুর পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল মজুমদার প্রমুখ অতিথিরা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা এদিন বলেন, রাজ্য সরকার তৃণমূল স্তরের খেলোয়াড়দের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজয়কুমার রাঙ্খলের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। তিপরা মথা দলে বরিষ্ঠ নেতা বিজয় কুমার রাঙ্খলের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে হাসপাতালে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। উল্লেখ্য, গত কিছুদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন তিপরা মথা দলের সম্মানিত সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল। এই খবর পেয়ে এরআগেও তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বুধবার অসুস্থ জনজাতি নেতাকে সরেজমিনে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। হাসপাতালে গিয়ে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন তিনি। এর পাশাপাশি কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গে বরিষ্ঠ নেতার শারীরিক অবস্থা নিয়ে কথা বলেন। অসুস্থ বিজয় কুমার রাঙ্খলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সেই সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন তিনি।

স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ স্টাইপেন্ড থেকে বঞ্চিত জনজাতি পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ মার্চ।। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা এবং এমডিসি কমল কলইয়ের বিধানসভা কেন্দ্রে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড পেতে না পারার এক করুণ চিত্র উঠে এসেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের হাজরাবাড়ি সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয় থেকে।

বিদ্যালয়ের কর্মচারী জানায়, গত কয়েক মাস আগে স্টাইপেন্ডের জন্য ছাত্রদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার সময় ছিল।

কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রের কাছে পর্যাপ্ত কাগজপত্র না থাকায় এবং স্টাইপেন্ড পোর্টালের আইডি ও পাসওয়ার্ড স্কুল কতৃপক্ষের কাছে না থাকার কারণে কোনো ছাত্রই স্টাইপেন্ড পায়নি।

এটি একদিকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির দিক তুলে ধরছে, অন্যদিকে উপজাতি ছাত্রদের মধ্যে দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে। বিদ্যালয়ের ওই কর্মচারী আরো জানান, আইএস দপ্তর সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এই বিষয়ে জানানো হলেও, এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কতটা সুরক্ষিত, এ নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন অভিভাবকরা।

এবিভিপির প্রচেষ্টায় অবশেষে বৃদ্ধি করা হলো টিবিজেইই-এর ফর্মফিলাপের সময়সীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। এবিভিপির প্রচেষ্টায় অবশেষে বৃদ্ধি করা হলো টিবিজেইই - এর পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের সময় সীমা। আগামী ৬ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় বারের জন্য ফর্ম ফিলাপের সুযোগ দিয়েছে ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন। অবশেষে এবিভিপির দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এবিভিপির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক মহল। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষার সোনার দ্বার বলা যায় টিবিজেইই - কে। এই পরীক্ষাই ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, নার্সিং, ভেটেরিনারি ও ডিপ্লোমা কোর্সে প্রবেশের একমাত্র সিঁড়ি। অথচ অনিশ্চয়তার কালো মেঘ জমেছিল হাজারো শিক্ষার্থীর স্বপ্নের আকাশে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গে সূচির সংঘর্ষ ঘটায় বহু ছাত্র-ছাত্রী ফর্ম ফিলাপের সুযোগ হারায়। ফলে এক বছরের অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। হতাশা গ্রাস করে শিক্ষিত অভিভাবক মহলকেও।

কিন্তু এমনঅবস্থায় এবিভিপি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ডাইরেক্টরের কাছে দাবি জানান নেতৃত্বরা। এবিভিপির দাবির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে টিবিজেইই -র বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত হয়- ৬ই মার্চ থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত ফর্মফিলাপের দ্বিতীয় সুযোগ রয়েছে। এবিভিপির প্রচেষ্টায় এই ঘোষণায় উল্লাসে মেতে উঠে ছাত্রসমাজ, অভিভাবক মহলও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

সিআইটিইউ সাব্রুম মহকুমা কমিটির সহ সম্পাদক প্রয়াত প্রসূন মজুমদারের স্মরনসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৫ মার্চ।। সিআইটিইউ সাব্রুম মহকুমা কমিটির সহ সম্পাদক প্রয়াত প্রসূন মজুমদারের স্মরনসভা অনুষ্ঠিত হয় সাব্রুমে। সিআইটিইউ সাব্রুম মহকুমা অফিসে প্রসূন মজুমদারের স্মরন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ১১ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সিআইটিইউ সাব্রুম মহকুমা কমিটির সহ সম্পাদক, টিএমএসইউ সাব্রুম মহকুমা কমিটির সম্পাদক প্রসূন মজুমদার। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো মাত্র ৪৪ বৎসর। আজ প্রয়াত প্রসুন মজুমদারের স্মরন সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত প্রসূন মজুমদারের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিআইটিইউ নেতৃত্বরা। প্রয়াতের স্মরন সভায় আলোচনা করেন সিআইটিইউ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত, সিপিআই(এম) নেতৃত্ব অরুন ত্রিপুরা, বিপ্লব সান্যাল, চিত্তরঞ্জন বসাক, সিআইটিইউ নেতৃত্ব দীপক দে, স্বপন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

নানা সমস্যায় জর্জরিত চিটাগাং বস্তির পানচাষীরা

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

আগরতলা, ৫ মার্চ : পান চাষের জন্য চিটাগাং বস্তি একটি উজ্জ্বল নাম। রাজধানী আগরতলা শহর বা আসামের শিলচর শহরের পান রসিকদে রসনা মিটাচ্ছে চিটাগাং বস্তির উৎপন্ন পান। বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত চিটাগাং বস্তির পান চাষীরা।

প্রসঙ্গত, উনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার সুকান্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি এলাকার নাম চিটাগাংবস্তি। এক সময়ে বাংলাদেশের চিটাগাং থেকে কয়েক হাজার চিটাগাং জেলার নারীপুরুষ ওই এলাকায় এসে বসবাস করার কারণে এলাকার নাম হয়েছে চিটাগাং বস্তি। বাংলাদেশ ছেড়ে এদেশে আসার পর ও বাংলা দেশের চট্টগ্রাম জেলার মানুষ পুরানো পেশা ত্যাগ করেনি।

বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এরা বসবাস করে পান চাষ শুরু করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে চিটাগাং বস্তি ত্রিপুরার একটি উল্লেখ যোগ্য পান চাষ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।চিটাগাংবস্তির পানের সুনাম এবং কদর সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর বা আসামের শিলচর শহরের পান রসিকদে রসনা মিটাচ্ছে চিটাগাং বস্তির উৎপন্ন পান।

পান চাষ এলাকার অর্থনীতির চাকা যেমন একদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল তেমনি চিটাগাং বস্তির পান চাষীদের জীবন জীবিকা ও অনেক উন্নত হয়ে ছিল।দেশ ত্যাগের দুঃখ এদে র মধ্যে ছিল না।কেননা এ দে শে এসেও পান চাষের মধ্যে এরা নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু চিটাগাং বস্তির সেই সোনালী দিন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। দয়াময় দে এবং রসময় দে নামে দুই পান চাষী তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে গভীর আশঙ্কার কথা তুলে ধরেছেন।

দুই পান চাষী জানিয়েছেন, আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এক এক দিকে যেমন পান চাষে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তেমনি বিভিন্ন সমস্যা উঁকি-ঝুকি মারছে। রসময়দেয় তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন পানের প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমশ কমে যাচ্ছে।পান চাষিরা দুঃখ করে জানান বিভিন্ন রোগ শোকের কারণে বয়স্করা যেমন আগের মত পান খাচ্ছে না তেমনি নতুন প্রজন্ম পান চাষের দিকে ঝুঁকছে না। বাজারে নিত্য নতুন পানের বিকল্প বেরিয়ে গেছে। বিভিন্ন কোম্পানি তেরঙ্গা, ঘুটকা, পান মসলা, রসরাজ সহ বিভিন্ন জিনিস বাজারে এনেছে। যুবকরা সেগুলির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। এগুলো সেবন করা অত্যন্ত সহজ। এই প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে পান চাষের উপর।

ঘুটকা,তেরঙ্গার,পানমসলার যেভাবে চাহিদা বাড়ছে তাতে এক সময়ে অন্যান্য বহু ফস লের মত পান চাষ ও বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে পান চাষিরা। পান চাষিরা আরও একটি সমস্যার কথা তোলে ধরেছে। তাছড়া, কুমারঘাট শহরে পান বিক্রেতাদের জন্য কোন পাইকারি বাজার শেড নেই। প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবার কুমারঘাট নেতাজি চৌমুনিতে একটি গাছের নিচে পান বিক্রির জন্য পাইকারি বাজা র বসে। স্থায়ী শেড ঘর না থা কার ফলে পান চাষীদের খোলা আকাশের নিচে বসেই পান বিক্রি করতে হচ্ছে। এই সমস্ত কারণে পান চাষিরা ক্রমশ উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।

হেরোইন সহ আটক ৮ নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে অভিযানে নেমে ৮ জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৩৬ গ্রাম হেরোইন, মোবাইল সহ নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হেরোইনের বাজারমূল্য আনুমানিক চার লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি। সাথে তিনি যোগ করেন, অভিযুক্তরা আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের সামনে নেশা সামগ্রী বিক্রয় করত।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি বলেন, আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের সামনে নেশা পাচারকারীদের জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। গতকাল রাতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ৩৬ গ্রাম হেরোইন, মোবাইল সহ নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হেরোইনের বাজারমূল্য আনুমানিক চার লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি।

তিনি আরও বলেন, ধৃতরা হলেন, মানব সাহা, উসমান মিয়া, সোহেল চৌধুরী, বাপী সাহা, সঞ্জয় দেববর্মা এবং বিশাল দেবআজ তাদের তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রেমিকার মামলায় গ্রেপ্তার প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। বিয়ের প্রলোভন দিয়ে এক যুবতিকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার প্রেমিক। আজ দুপুরে ধৃত জয়দেব দেবনাথকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, পূর্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত আড়ালিয়া দত্তপাড়া এলাকার বি এম এসের রাজ্য নেতা জগদীশ দেবনাথ এবং বিজেপির মহিলা মোর্চার সক্রিয় নেত্রী ঊষা দেবনাথ এর ছেলে জয়দীপ দেবনাথ এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত লঙ্কামুড়া এলাকার এক যুবতী মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। জয়দীপ দেবনাথ ওই যুবতী মেয়েটিকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন একটি গেস্ট হাউসে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে ওই যুবতী মেয়েটি যখন জয়দীপ দেবনাথকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন জয়দীপ দেবনাথ সহ তার নেতা-নেত্রী বাবা-মা অস্বীকার করে। যুবতী মেয়েটি অনেকবার জয়দীপ দেবনাথকে বিয়ে করার অনুরোধ জানালেও যদি দেবনাথ মেয়েটিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। অবশেষে বাধ্য হয়ে যুবতী মেয়েটি গত দুদিন আগে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় জয়দীপ দেবনাথের বিরুদ্ধে লিখিত আকারে ধর্ষণের মামলা দায়ের করে।

পরবর্তী সময়ে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার পুলিশ ওই যুবতী মেয়েটির অভিযোগ জিরো এফ আই আর এর মাধ্যমে আমতলী থানায় স্থানান্তর করে। আমতলী থানার পুলিশ এই ব্যাপারে ৬৯,৩৫১(২) বি এন এস ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে যার নম্বর ২৩/২০২৫। আমতলী থানার মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর সুস্মিতা দেবনাথ মামলার তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব পেয়ে অভিযুক্ত জয়দীপ দেবনাথকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা শুরু করে। অবশেষে গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে মামলার তদন্তকারী অফিসার সুস্মিতা দেবনাথ কলেজটি ফাড়ি থানার সহযোগিতা নিয়ে অভিযুক্ত আর জয়দীপ দেবনাথ কে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। বুধবার দুপুরে ধৃত জয়দেব দেবনাথকে আদালতে প্রেরণ করে। তবে বুধবার সকাল থেকেই অভিযুক্ত জয়দীপ দেবনাথ এর নেতা বাবা এবং মাকে আমতলী থানার আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। অপরাধীর সাথে আইন কখনো আপোষ করে না তাই নেতা-নেত্রীর ছেলেকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করে সাহসিকতার পরিচয় দিল আমতলী থানার পুলিশ। তবে গোটা আড়ালিয়া এলাকা জুড়ে অভিযুক্ত জয়দীপ দেবনাথের কঠোর শাস্তির দাবি উঠছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বড়সর দুর্নীতির অভিযোগ তুললো এসএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। ত্রিপুরার মেডিকেল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। বিজেপি সরকারের অপদার্থতার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে বড়সড় দুর্নীতি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন এস.এফ.আই -এর রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব। তাই এরই প্রতিবাদে আগামী ৭ মার্চ এসএফআই এবং টিএসউ তরফে রাজথে বিক্ষোভ মিছিল করা হবে। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বড়সড় দুর্নীতি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে মেডিক্যাল কলেজের এক শিক্ষিকা বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তাই বাম যুব সংগঠনের তরফ থেকে সুষ্ঠ তদন্ত দাবিতে মেডিকেল কলেজের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল। এদিন তিনি আরো বলেন, মেডিকেল কলেজে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষায় কম নম্বর দিয়ে ভবিষৎ নষ্ট করে দেওয়ার ও অভিযোগ উঠছে। তাছাড়া, অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার মতো জঘন্যতম অপরাধের সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো পর্যন্ত মেডিকেল কলেজের অধিকর্তা তরফ থেকে কোনো কমিটি গঠন করে তদন্ত করা হয় নি। আশ্চর্য্যের বিষয় মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা এবিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। বিজেপি সরকারের অপদার্থতার কারণে মেডিকেল কলেজে পর্যন্ত দুর্নীতি পৌঁছে গিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

কদমতলার ক্ষতিগ্রস্থরা কমিশনের দ্বারস্থ সিপিআইএম(এল)

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। কদমতলায় সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনার পর সঠিকভাবে আর্থিক সহযোগিতা পায়নি ব্যবসায়ীর। এমনটাই অভিযোগ তুলে প্রকৃত ক্ষতিপূরণের দাবিতে আজ ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সচিবের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন সি পি আই এম এল। প্রসঙ্গত, গত ৬-৭ অক্টোবর কদমতলায় কারফিউ চলাকালীন কিছু দুর্বৃত্ত অনেক দোকানের জিনিসপত্র ভাঙ্গার পাশাপাশি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। কদমতলায় সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনার পর সঠিকভাবে আর্থিক সহযোগিতা পায়নি ব্যবসায়ীরা। বুধবার সি পি আই এম এল -এর একটি প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনে গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করে।তাদের দাবি,ক্ষতিগ্রস্ত দোকানেদের সরকারের পক্ষ থেকে যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তা ন্যূনতম বলে তাদের অভিমত। সেই কারণে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবিতে মানবাধিকার কমিশনে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে বক্সনগরে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ মার্চ।। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর সম্প্রতি বক্সনগর ব্লকের কনফারেন্স হলে ব্লকভিত্তিক একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বক্সনগর ব্লকের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যা অ্যাডভোকেট মধুমিতা ভট্টাচার্য। বক্সনগর ব্লকের বিডিও সঞ্জীব কুমার পাল, বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপ্না নম:, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas